

এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৮: খাজনা

প্রশ্ন ▶ ১ জনাব মুনিবুজ্জামান এর ছোট একখণ্ড জমির পাশ দিয়ে হাইওয়ে তৈরি হওয়ায় তার জমির দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। এ সুযোগে তিনি উচ্চ দামে জমিটি বিক্রয় করে দূরবর্তী এলাকায় কম দামের জমি ক্রয় করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন ধরনের নয় একর জমি চাষাবাদের জন্য ভাড়া নেন। প্রথম তিনি একর জমির মোট আয় ১২,০০০ টাকা, দ্বিতীয় তিনি একর জমির মোট আয় ৮,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তিনি একর জমির মোট আয় ৬,০০০ টাকা। প্রত্যেক প্রকার জমিতে ফসল চাষের মোট ব্যয় ৬,০০০ টাকা।

জ. বো., দি. বো., পি. বো., ব. বো. ১৮। গ্রন্থ নং ৮।

- ক. নিম্ন খাজনা কী? ১
- খ. খাজনা ও দামের সম্পর্ক লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকে জনাব মুনিবুজ্জামানের জমি বিক্রয়ের আয়কে কোন ধরনের আয় বলা যায় তা যুক্তিসহ লিখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রিকার্ডের খাজনা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের সৃষ্টি উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে নিম্ন খাজনা বলে।

খ রিকার্ডের খাজনা তত্ত্ব অনুসারে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ খাজনা দেওয়ার ফলে ফসলের দাম বাড়ে না বরং দাম বৃদ্ধির ফলেই খাজনার উত্তর হয়।

ডেভিড রিকার্ড মনে করেন, প্রাণিক জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে শুধু উৎপাদন খরচ উঠে মাত্র, তথা এর উত্তৃত্ব কোনো আয় হয় না। তাই প্রাণিক জমির খাজনা দিতে হয় না। অর্থাৎ, প্রাণিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে খাজনা নামে কোনো ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই দাম বৃদ্ধির ফলে খাজনার উত্তর হয় এবং দাম বেশি হলেও খাজনাও বেশি হয়। আবার, তা কম হলে খাজনাও কম হয়। দাম ও খাজনার মধ্যে সরাসরি বা সমন্বয়ী সম্পর্ক বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব মুনিবুজ্জামানের জমি বিক্রয়ের আয়কে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। নিচে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

সাধারণত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা কোনো এলাকার শিল্প, কারখানা, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ইত্যাদির উন্নতি হলে সে এলাকায় জমির চাহিদা বেড়ে যায় এবং জমির মূল্য আগের চেয়ে বেশি হয়। এর ফলে জমির মালিকগণ অতিরিক্ত আয় ভোগ করে। কিন্তু এই বর্ধিত আয়ের জন্য তাকে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এভাবে জমির মালিক বিনা খরচ বা পরিশ্রমে যে অতিরিক্ত আয় ভোগ করে তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব মুনিবুজ্জামানের ছোট একখণ্ড জমির পাশ দিয়ে হাইওয়ে তৈরি হওয়ায় তার জমির দাম কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এই সুযোগে তিনি জমি উচ্চ দামে বিক্রি করে অন্য এলাকায় কম দামে জমি ক্রয় করে বসবাস শুরু করেন। এতে তার যে অতিরিক্ত আয় হয়েছে, তার জন্য তাকে কোনো ব্যয় করতে হয়নি। শুধু ওই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি হওয়ার কারণে তার এই অতিরিক্ত আয় হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মুনিবুজ্জামানের জমি বিক্রয়ের আয় হলো অনুপার্জিত আয়।

ঘ নিচে উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হলো।

ডেভিড রিকার্ড মনে করেন, খাজনা হচ্ছে জমির মালিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতার প্রতিদান। এ ক্ষমতা বলতে তিনি জমির উর্বরা শক্তিকেই নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, সব জমির উর্বরা শক্তি সমান নয়, এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমি রয়েছে। এর উৎপন্ন ফসলের পার্থক্যের ওপরই খাজনা নির্ভর করে। রিকার্ডের মতে, যে জমির উৎপাদন খরচ ও আয় পরস্পর সমান সেবুপ জমিকে ‘খাজনাবিহীন জমি’ বা ‘প্রাণিক জমি’ বলা হয়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের জন্য খাজনার সূচি

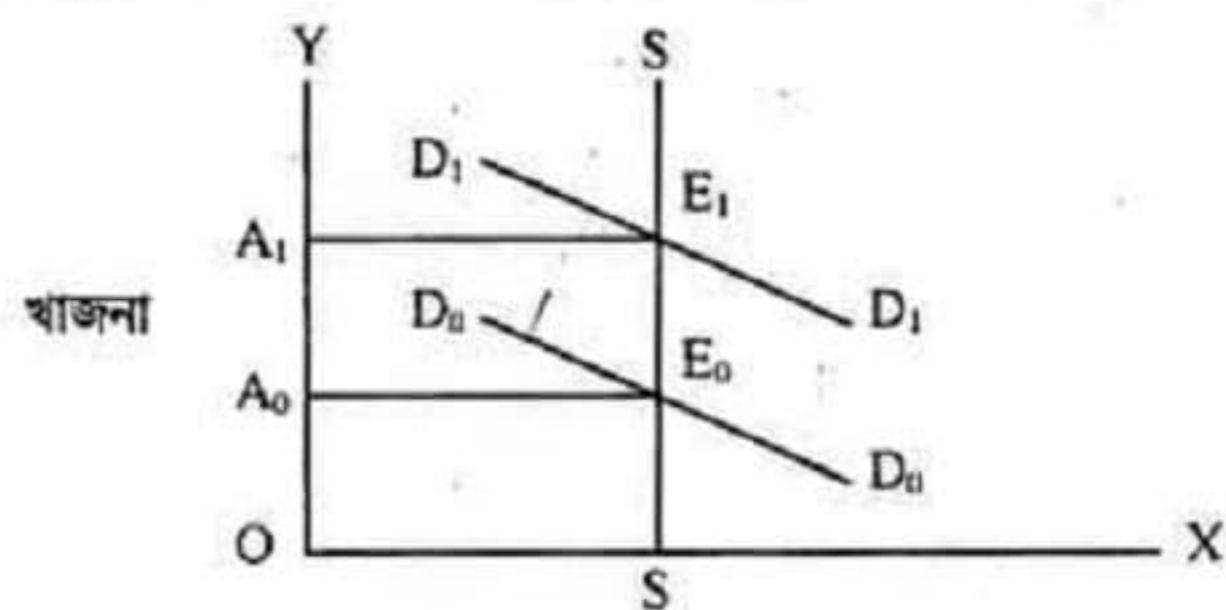
হয়। এজন্য তিনি খাজনাকে ‘উৎপাদকের উত্তৃত্ব বা পার্থক্যজনিত প্রাপ্তি’ (Producer surplus or differential return) বলে অভিহিত করেন। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব মুনিবুজ্জামানের চাষাবাদকৃত প্রথম তিনি একর জমির মোট আয় ১২,০০০ টাকা, দ্বিতীয় তিনি একর জমির মোট আয় ৮,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তিনি একর জমির মোট আয় ৬,০০০ টাকা। প্রত্যেক প্রকার জমিতে চাষের মোট ব্যয় ৬,০০০ টাকা। সুতরাং ১ম তিনি একর জমির খাজনা = $(12,000 - 6,000)$ টাকা = ৬,০০০ টাকা।

২য় তিনি একর জমির খাজনা = $(8,000 - 6,000)$ টাকা = ২,০০০ টাকা।

৩য় তিনি একর জমির খাজনা = $(6,000 - 6,000)$ টাকা = ০ টাকা

এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় তিনি একর জমিতে যে পরিমাণ উত্তৃত্ব সৃষ্টি হয় তাই হলো ওই সব জমির খাজনা। ৩য় তিনি একর জমিতে কোনো উত্তৃত্ব না থাকায়, এ জমির কোনো খাজনা নেই; এটি প্রাণিক বা খাজনাবিহীন জমি। তাই উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২ চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:



জমির চাহিদা ও যোগান

জ. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮। গ্রন্থ নং ৮।

ক. নিম্ন খাজনা কী? ১

খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন খাজনা তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে চাহিদা রেখা পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক খাজনার উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পকালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এই উপকরণটি তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম্ন খাজনা বলে।

খ জমির সীমাবদ্ধ যোগান ও উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজনা উৎপত্তির প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উত্তর ঘটে। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা বেশি।

গ উদ্দীপকের চিত্রে খাজনা নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বটির প্রকাশ ঘটেছে। আধুনিক অর্থনৈতিক বিদ্যগণ মনে করেন, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মতো জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন— নদীতে চর জাগা, ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয়

বৃদ্ধি সম্ভব। তাই ব্যক্তির নিকট জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও তার যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা জমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। আবার শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তখনই জমির চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকে চিত্রের সাহায্যে খাজনার এ আধুনিক তত্ত্বটিরই প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের চিত্রে SS জমির যোগান রেখা কে D₀D₀ জমির চাহিদা রেখা E₀ বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে জমির চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান এবং খাজনা নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত খাজনার হার হলো OA₀ একক এবং অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ হলো OSE₀A₀ একক।

ঘ উদ্দীপকে চাহিদা রেখা পরিবর্তন তথা চাহিদা রেখা D₁D₁ থেকে D₀D₀ হলে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

সাধারণত জমির জোগান স্থির রেখে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে খাজনা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা হ্রাস পেলে খাজনা হ্রাস পায়।

জমির যোগান সীমিত হওয়ায় জমিতে খাজনার সৃষ্টি হয় এবং জমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা জমির খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকের চিত্রে জমির চাহিদা রেখা D₀D₀ জমির যোগান রেখা SS-কে E₀ বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাজনার হার OA₀ একক এবং অর্থনৈতিক খাজনা OSE₀A₀ একক নির্ধারিত হয়েছে।

এখন উদ্দীপক অনুসারে ধরা যাক, জমির এলাকায় বাড়তি লোকজনের আগমন তথা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। এখন জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন D₀D₀ চাহিদা রেখা ভানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে D₁D₁। চাহিদা রেখায় পরিণত হয়েছে। D₁D₁ রেখা জমির অপরিবর্তিত যোগান রেখা SS-কে E₁ বিন্দুতে ছেদ করে। এ অবস্থায় নতুন ভারসাম্য খাজনার হার নির্ধারিত হয় OA₁ একক এবং খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয় OSE₁A₁ একক।

সুতরাং বলা যায়, জমির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উদ্দীপকের চিত্রে খাজনার বৃদ্ধিজনিত প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৩ একটি কৃষি খামারে জমি ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত আয় ৩,০০০ টাকা, মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ ২,০০০ টাকা, প্রাপ্ত মজুরি ১,৮০০ টাকা, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর ১,৬০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা ৪,০০০ টাকা।

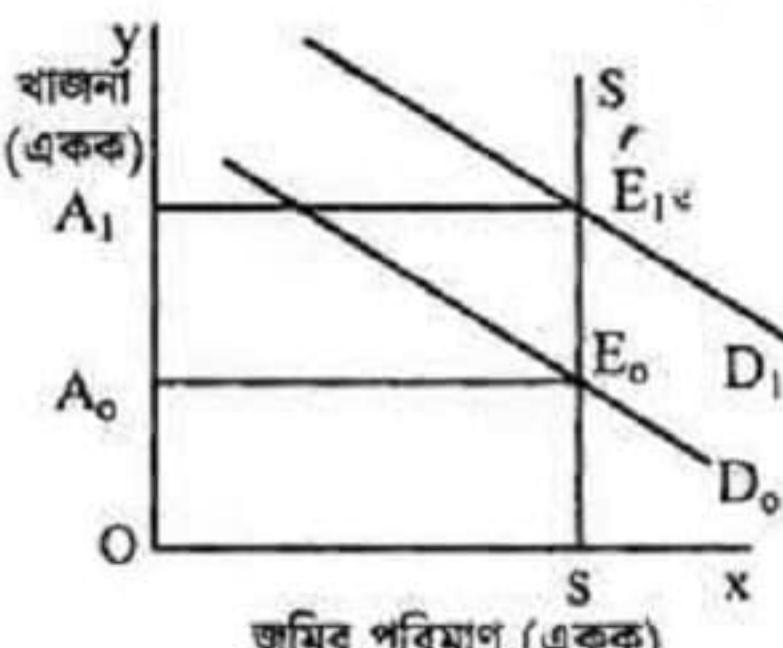
/জ. বো. ১৭/ গ্রন্থ নং ১/

ক. অর্থনীতিতে খাজনা কী? ১

খ. অনুপার্জিত আয় কীভাবে উত্তৰ হয়? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে মোট খাজনা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. কৃষি খামারটির নিট খাজনা নির্ণয় করে মোট খাজনার সাথে পার্থক্য লেখ। ৪



ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদালত ইত্যাদি গড়ে উঠে তবে সে এলাকার জমির গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে যায়। এতে কোনো অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম ছাড়াই জমির মালিকের আয় বাঢ়ে। এভাবে অনুপার্জিত আয়ের উত্তৰ হয়।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট খাজনা নির্ণয় করা যায়, যা নিচে সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হলো-

ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে মোট যে আয় হয়, তাকে মোট খাজনা বলে। কাজেই, মোট খাজনা = নিট খাজনা + সুদ + মজুরি + কর + মুনাফা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, একটি কৃষি খামারে জমি ব্যবহারের জন্য আয় ৩,০০০ টাকা, মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ ২,০০০ টাকা, প্রাপ্ত মজুরি ১,৮০০ টাকা, প্রদত্ত কর ১,৬০০ টাকা এবং মুনাফা ৪,০০০ টাকা। কাজেই, মোট খাজনা = (৩,০০০ + ২,০০০ + ১,৮০০ + ১,৬০০ + ৪,০০০) টাকা = ১২,০০০ টাকা। অর্থাৎ, মোট খাজনার পরিমাণ হলো ১২,০০০ টাকা।

ঘ নিচে কৃষি খামারটির নিট খাজনা নির্ণয় করে মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

মোট খাজনা থেকে আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিলে যা থাকে, তাই হলো নিট খাজনা। অর্থাৎ, শুধু জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে অর্থ দিতে হয়, তাকে নিট বা অর্থনৈতিক খাজনা বলে।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে নিট খাজনা হলো:

= মোট খাজনা — আনুষঙ্গিক খরচ

= ১২,০০০ — (২,০০০ + ১,৮০০ + ১,৬০০ + ৪,০০০) টাকা

= ১২,০০০ — ৯,০০০ টাকা

= ৩,০০০ টাকা

নিট খাজনা ও মোট খাজনার মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. নিট খাজনা মোট খাজনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই মোট খাজনা বৃহৎ ও নিট খাজনা ক্ষুদ্র ধারণা।

২. শুধু জমি ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হলো নিট খাজনা। অন্যদিকে, নিট খাজনা ও আনুষঙ্গিক খরচের সমষ্টি হলো মোট খাজনা।

৩. নিট খাজনা = মোট খাজনা — (মজুরি + সুদ + মুনাফা)। কিন্তু, মোট খাজনা = নিট খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

তাই সংজ্ঞাগত ও আকারগত পার্থক্যের কারণে নিট এবং মোট খাজনার পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৪ সহিদুল ও আইয়ুব আলী জাল ও নৌকা দিয়ে সানিয়াজান নদীতে মাছ ধরে। হঠাৎ নদীতে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। সহিদুল ও আইয়ুব আলী চেয়েছিলো নতুন জাল ও নৌকা কিনবে। তা এ স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়নি। তাই তাদের কাছে যেসব জাল ও নৌকা ছিল সেগুলো দিয়ে মাছ ধরে অনেক আয় করা সম্ভব।

/জ. বো. ১৭/ গ্রন্থ নং ১/

ক. খাজনা কী? ১

খ. অনুপার্জিত আয় কীভাবে উত্তৰ হয়? ২

গ. জাল ও নৌকার ক্ষেত্রে কোন ধরনের খাজনার উত্তৰ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দীর্ঘমেয়াদে জাল ও নৌকা থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হবে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে ভূমি বা সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে খাজনা বলে।

খ দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন তথা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হয়।

কোনো এলাকায় বা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, অতিরিক্ত শিল্প, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি ঘটলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ করে বহুগুণে বেড়ে যায়। ফলে এসব জমির মালিকগণ পূর্বের চেয়ে অতিরিক্ত আয় ভোগ করে। তবে এ বৃদ্ধি পরিমাণ আয়ের জন্য তাকে কোনো অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম করতে হয় না। সাধারণত এরূপ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যই অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হয়।

গ উদ্বীপকটি সানিয়াজান নদীতে হাঁচাং করে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা বৃদ্ধিতে সেখানে নিম্ন খাজনার উত্তৰ হয়েছে।

স্বল্পকালে মানবসৃষ্টি মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী থেকে এর মালিকগণ অতিরিক্ত যে আয় করতে পারেন, তাকে নিম্ন খাজনা বলে। মানবসৃষ্টি এসব মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দীর্ঘকালে স্থিতিস্থাপক হলেও স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক। অস্থিতিস্থাপক এরূপ মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী থেকে যা অর্জিত হয় তাই হলো নিম্ন খাজনা।

সানিয়াজান নদীতে হাঁচাং করে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা বেড়ে যায়। এজন্য সহিদুল ও আইয়ুব আলীর জাল ও নৌকা থেকে প্রচুর আয় হয়। জাল ও নৌকা এক ধরনের মূলধনী দ্রব্য। এগুলো তৈরি করতে সময় লাগে বলে স্বল্পকালে এর যোগান অস্থিতিস্থাপক। তাই স্বল্পকালে চাইলেই এর যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু দীর্ঘকালে এর যোগান চাহিদামুক্তির বাড়ানো অনেক সহজ। নৌকা ও জালের চাহিদা স্বল্পকালে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এর যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়। এজন্য এ থেকে অতিরিক্ত আয় হয়। এরূপ অতিরিক্ত আয়ই হলো নিম্ন খাজনা। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নৌকা ও জালের আকস্মিক চাহিদা বৃদ্ধির দরুন নিম্ন খাজনার উত্তৰ হয়েছে।

ঘ সহিদুল ও আইয়ুব আলী সানিয়াজান নদীতে মাছ ধরে। এ কাজে তারা নৌকা ও জাল ব্যবহার করে। হাঁচাং নদীতে প্রচুর মাছ ধরা পড়ায় জাল ও নৌকার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। সহিদুল ও আইয়ুব আলী চেয়েছিল নতুন জাল ও নৌকা কিনবে। তা এ স্বল্প সময়ে সম্ভব হয়নি। এখন তাদের জাল ও নৌকা থেকে স্বল্প সময়ে অতিরিক্ত আয় হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এ থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হবে না। কেননা, দীর্ঘকালে জাল ও নৌকার যোগান স্থিতিস্থাপক।

স্বল্পকালে মানবসৃষ্টি মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত আয় উপর্যুক্ত অস্থিতিস্থাপক যোগানের কারণে। স্বল্পকালে মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লেও যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না। কিন্তু দীর্ঘকালে চাহিদার সাথে সাথে যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য যোগান বাড়ানো যায়। তাই স্বল্পকালে এরূপ মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত আয় করা গেলেও দীর্ঘকালে তা সম্ভব হয় না।

সহিদুল ও আইয়ুব আলীর জাল ও নৌকার ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তাদের এ মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর স্বল্পকালীন চাহিদা বাড়ার ফলে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে এরূপ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়লে যোগানও বাড়তে হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদে এসব দ্রব্যসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যায়, দীর্ঘমেয়াদে সহিদুল ও আইয়ুব আলীর জাল ও নৌকা থেকে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন ▶ ৫ মি. 'M' এর অনেক সম্পদ। তিনি বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় জড়িত। তিনি তার ভবনসমূহ ভাড়া দিয়ে মাসে ২০,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ ১৫,০০০ টাকা পান। তার গ্রামের জমি চাষাবাদের বিনিয়োগে তাকে চাষিরা ১,০০০ টাকা দেন। সরকার তার এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও পার্ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন তার ভবন ও যন্ত্রপাতি হতে প্রতি মাসে যথাক্রমে ২৫,০০০ ও ২০,০০০ টাকা আয় হয়।

ক. অর্থনৈতিক খাজনার সংজ্ঞা দাও। ১

খ. ক্রমত্বাসমান প্রাণ্তিক উৎপাদন বিধির কারণে কেন খাজনার উত্তৰ হয়? ২

গ. উদ্বীপকের ভিত্তিতে মি. 'M' এর মোট খাজনা ও নিম্ন খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্বীপকের আলোকে শিল্প পার্ক স্থাপনে ঐ এলাকায় অনুপার্জিত আয়ের উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তুমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে।

খ ক্রমত্বাসমান প্রাণ্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উত্তৰ হয়।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়তে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে

বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমত্বাসমান হারে কমে। অপরদিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনার উত্তৰ হয়।

গ উদ্বীপকের ভিত্তিতে মি. 'M' এর মোট খাজনা ও নিম্ন খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো:

মি. 'M' এর মোট খাজনার পরিমাণ নির্ণয়:

কোনো জমি, বাড়ি, গাড়ি প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারী তার মালিককে চুক্তি অনুসারে যে অর্থ প্রদান করে তাই হলো মোট খাজনা। এ হিসেবে মি. 'M' এর মাসিক মোট খাজনার পরিমাণ নিচে নির্ণয় করা যায়:

ভবন ভাড়া বাবদ আয়	২০,০০০ টাকা
যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ আয়	১৫,০০০ টাকা
গ্রামের জমি চাষাবাদ করতে দেওয়া বাবদ আয়	১,০০০ টাকা
মোট খাজনা	৩৬,০০০ টাকা

মি. 'M' এর নিম্ন খাজনার পরিমাণ নির্ণয়:

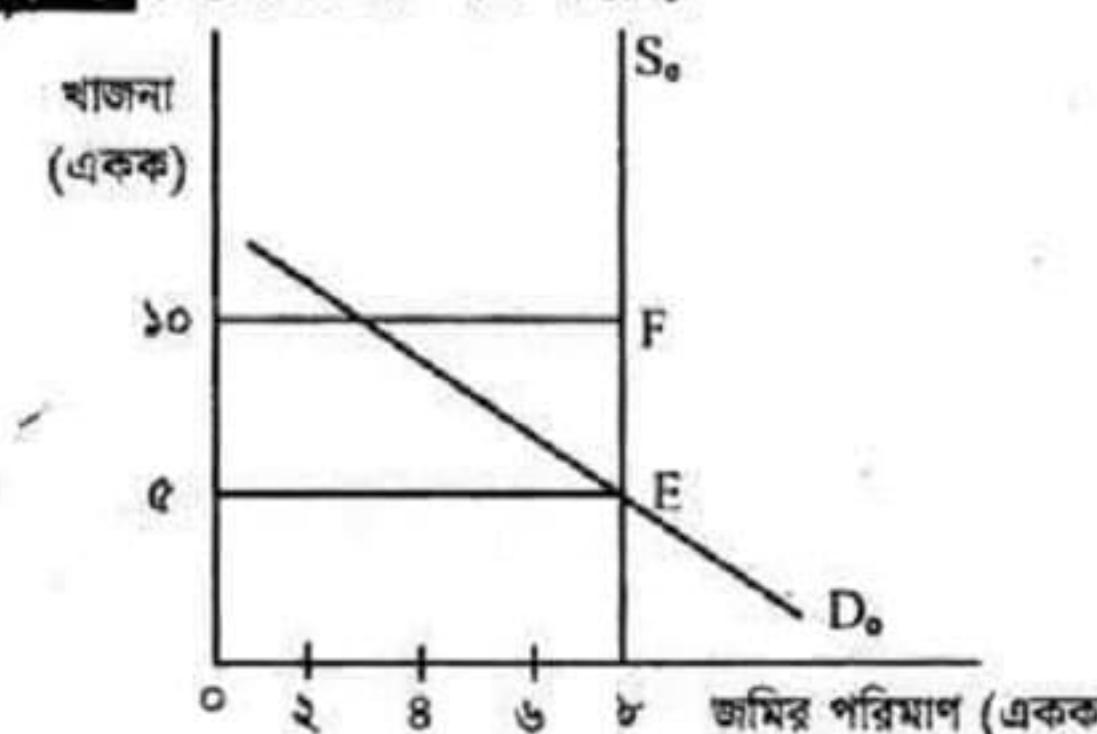
মানুষের সৃষ্টি ঘর-বাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ থাকে বলে এসব হতে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাই হলো নিম্ন খাজনা। এ হিসেবে মি. 'M' এর মোট খাজনার পরিমাণ নিচে নির্ণয় করা যায়:

শিল্প পার্ক স্থাপনের ফলে ভবন থেকে অতিরিক্ত আয়	২৫,০০০ টাকা
যন্ত্রপাতি থেকে অতিরিক্ত আয়	২০,০০০ টাকা
মোট নিম্ন খাজনা	৪৫,০০০ টাকা

∴ মোট খাজনা, ৩৬,০০০ টাকা এবং নিম্ন খাজনা ৪০,০০০ টাকা।

ঘ কোনো শহর বা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ও পয়ঃবন্দোবস্ত আধুনিকীকরণ, ব্যবসা কেন্দ্র ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে সেখানকার জমির দাম অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে সে স্থানের জমির মালিক বাড়তি পরিশ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ ছাড়াই অতিরিক্ত অর্থ অর্জন করে। এ আয়ই হলো অনুপার্জিত আয়। উদ্বীপকে মি. 'M' এর এলাকায় সরকার শিল্প পার্ক স্থাপনের পূর্বে রাস্তাঘাট নির্মাণ, অফিস-আদালত স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদির দরুন সেখানে জমির দাম বেড়েছিল। নানামূল্যী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে ঐ এলাকায় ইতোমধ্যে অনুপার্জিত আয় সৃষ্টি হচ্ছিল। এখন ঐ এলাকায় সরকারের শিল্প পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তের ফলে জমির দাম পূর্বাপেক্ষা বাড়বে। ফলে ঐ এলাকায় অনুপার্জিত আয় আগের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষ অতিরিক্ত আয় করতে সক্ষম হবে। সুতরাং বলা যায়, মি. 'M' এর এলাকায় শিল্প পার্ক স্থাপনের দরুন অনুপার্জিত আয় পূর্বাপেক্ষা বাড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৬ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:



চ. ব.ো. ১৭। গ্রন্থ নং ১০।

ক. নিম্ন খাজনা কী?

খ. খাজনা দামকে প্রভাবিত করে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ২

গ. উদ্বীপকে E বিন্দুতে অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপরিউক্ত চিত্রে কোন ধরনের প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে কর? চিত্র অঙ্কনপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পকালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ওই উপকরণটি তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম্ন খাজনা বলে।

খ খাজনা দামকে প্রভাবিত করে কি না তা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে তার ওপর। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, জমি প্রকৃতির দান বলে এর কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই এবং এর ফলে জমির কোনো যোগান দামও থাকে না। সুতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই খাজনা এবং তা ফসলের দামকে প্রভাবিত করে না।

কিন্তু জমির নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ব্যবহারের দামটি অবশ্যই উৎপাদন ব্যয়ের অংশে পরিণত হয় এবং দামের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনো এক উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা হলে তা বিকল্প কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে জমির যোগান দাম জমি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই তার মালিককে প্রদান করতে হয় এবং তা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় ও দামকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে E বিন্দুতে অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ ৪০ একক। আধুনিক অর্থনৈতিক বিদ্গণ মনে করেন, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মতো জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন— নদীতে চর জাগা, ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয় বৃদ্ধি সম্ভব। তাই ব্যক্তির নিকট জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও তার যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা জমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। আবার শস্যের চাহিদা বৃদ্ধির পেলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তখনই জমির চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকে চিত্রের স্বাহায়ে খাজনার এ আধুনিক তত্ত্বটিরই প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের চিত্রে S_o জমির যোগান রেখা এবং D_o জমির চাহিদা রেখা E বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে জমির চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়েছে এবং খাজনা নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত খাজনার হার হলো ৫ একক এবং অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ হলো ৪০ একক।

ঢ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপরিউক্ত চিত্রের D_o রেখা পরিবর্তন হয়ে D₁ হবে। অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। খাজনার আধুনিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, জমির চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত হওয়ায় জমিতে খাজনার সূচী হয় এবং জমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা জমির খাজনা নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকের চিত্রে জমির চাহিদা রেখা D_o এবং জমির যোগান রেখা S_o-কে E বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাজনার হার ৫ একক এবং অর্থনৈতিক খাজনা ৪০ একক নির্ধারিত হয়েছে।

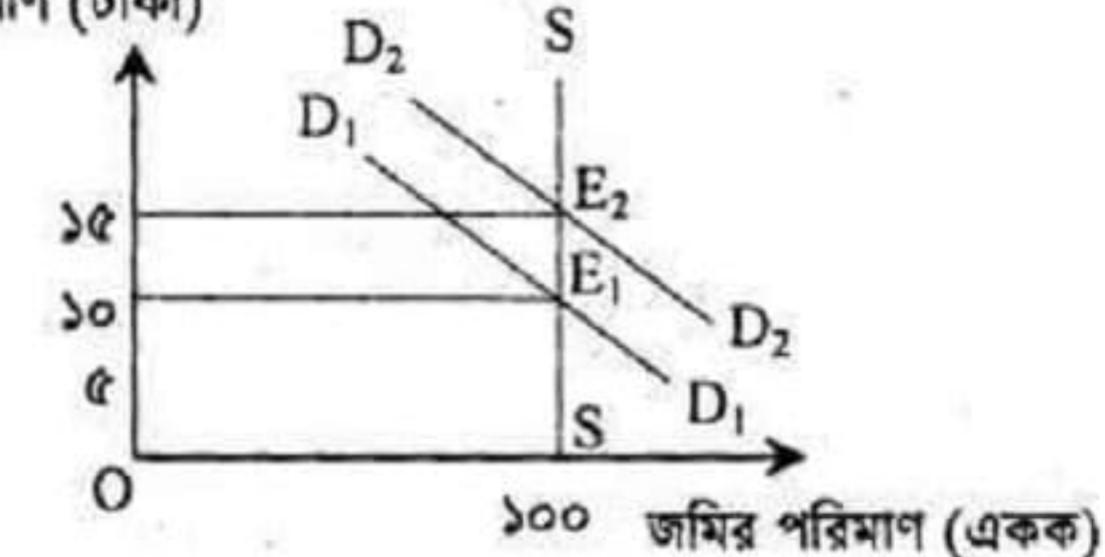
এখন উদ্দীপক অনুসারে ধরা যাক, জমির এলাকায় বাড়তি লোকজনের আগমন তথা জনসংখ্যা

বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। এখন জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন D_o চাহিদা রেখা D_o চাহিদা রেখা ভানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে D₁ চাহিদা রেখায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা উদ্দীপকের রেখাচিত্রের ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে অঙ্কিত রেখাচিত্রে জমির পরিবর্তিত চাহিদা রেখা D₁ দ্বারা দেখানো হয়েছে। D₁ রেখা জমির অপরিবর্তিত যোগান রেখা S_o-কে F বিন্দুতে ছেদ করে। এ অবস্থার নতুন ভারসাম্য খাজনার হার নির্ধারিত হয় ১০ একক এবং খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৮০ একক।

সুতরাং বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্দীপকের চিত্রে খাজনার বৃদ্ধিজনিত প্রভাব পড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করো:

খাজনার পরিমাণ (টাকা)



সি. বো. ৩৭। প্রশ্ন নং ৮।

ক. নিট খাজনা কী?

খ. খাজনা কি দামের অন্তর্ভুক্ত?

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার কোন তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জমির চাহিদা D₁ থেকে D₂ তে বৃদ্ধি পেলে খাজনার উপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে নিট খাজনা বলে।

খ খাজনার আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নির্ভর করে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে তার ওপর। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায় যে, জমি প্রকৃতির দান বলে এর কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। যার ফলে জমির কোনো যোগান দামও থাকে না। সুতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই খাজনা এবং তা ফসলের দামকে প্রভাবিত করে না।

অন্যদিকে জমির নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ব্যবহারের দামটি অবশ্যই উৎপাদন ব্যয়ের অংশ এবং দামের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা হলে তা অন্য কোনো বিকল্প কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে জমির যোগান দাম জমি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই তার মালিককে প্রদান করতে হয় এবং যা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় ও দামের সাথে যুক্ত হয়।

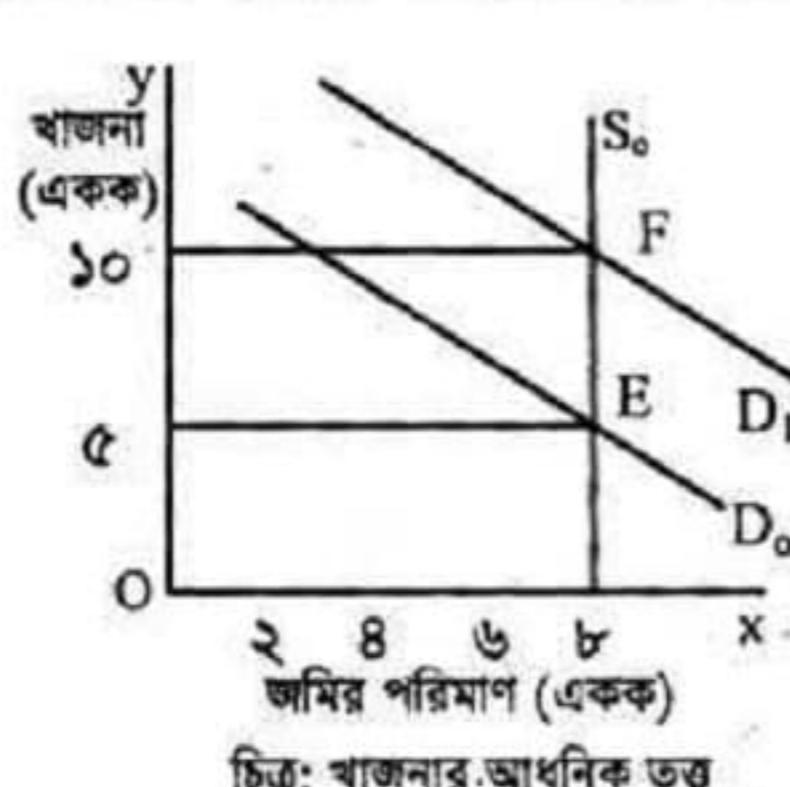
গ উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

আধুনিক অর্থনৈতিক বিদ্গণ মনে করেন, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মতো ভূমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। যেমন— নদীতে চর জাগা, ভূমির আনুভূমিক ব্যবহার, জমিতে সেচ প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ছাদে সরবজি চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে জমির যোগান তথা আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই ব্যক্তির নিকট জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও তার যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা ভূমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। আবার শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভূমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তখন ভূমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে জমির পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ দেখানো হয়েছে। D₁, D₂ হলো জমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা এবং S হলো জমির যোগান রেখা। জমির সামাজিক যোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় এটা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে।

জমির চাহিদা রেখা (D₁, D₂) এবং যোগান রেখা SS পরস্পর E₁ বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। ফলে ভারসাম্য জমির পরিমাণ ১০০ একক ও খাজনা ১০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

উদ্দীপকের চিত্রে খাজনা তত্ত্বের এ ব্যাখ্যা উপরিলিখিত খাজনার আধুনিক তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদর্শিত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে।



চিত্র: খাজনার আধুনিক তত্ত্ব

ব উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে। খাজনার আধুনিক তত্ত্বে বলা হয়েছে, জমির চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত হওয়ায় জমিতে খাজনার সৃষ্টি হয় এবং জমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা জমির খাজনা নির্ধারিত হয়। চিত্রে জমির প্রাথমিক চাহিদা রেখা D_1D_1 , জমির যোগান রেখা SS কে I , বিন্দুতে হেদ করায় সেখানে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে খাজনার হার 10 টাকা এবং জমির পরিমাণ 100 একর।

এখন ধরা যাক, শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি, জমির এলাকায় বাড়তি লোকজনের আগমন, জমিতে বসতি স্থাপন ইত্যাদি কারণে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। এক্ষেত্রে জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে D_1D_1 , চাহিদা রেখা তানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে D_2D_2 চাহিদা রেখায় পরিণত হয়েছে। D_2D_2 রেখা জমির অপরিবর্তিত যোগান রেখা SS কে E_2 বিন্দুতে হেদ করে। এ অবস্থায় নতুন ভারসাম্যে খাজনার হার নির্ধারিত হয় 15 টাকা। এক্ষেত্রে জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধির কারণে খাজনার হার 5 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে D_1D_1 , চাহিদা রেখা D_2D_2 , চাহিদা রেখায় পরিণত হওয়ায় নতুনভাবে খাজনা নির্ধারিত হয় 15 টাকা, যা পূর্বে ছিল 10 টাকা। তাই জমির যোগান স্থির থাকা অবস্থায়ও চাহিদা বৃদ্ধির দরুন খাজনা বেড়েছে।

প্রশ্ন ৮ ২০১২ সালে মি. 'X' বাসা ভাড়া নিতে গেলে বাসার মালিক নিম্নোক্ত ভাড়া ধার্য করেন। বাসা ব্যবহারের জন্য $2,000$ টাকা, ঝুঁকির জন্য $1,000$ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য $1,000$ টাকা ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ আরো $2,000$ টাকা দিতে হবে। ২০১৪ সালে বাসাটির পাশে একটি কারখানা স্থাপিত হলে মালিক মি. 'X' কে বাসা ব্যবহারের জন্য $2,000$ টাকা বৃদ্ধি করতে বলেন।

বি. লো. ১৭/প্রশ্ন নং ৯/

- ক. অনুপার্জিত আয় কী? ১
- খ. ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোক নিম খাজনা এবং মোট খাজনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

খ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জমির চাহিদা বাড়লেও ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

অস্থিতিস্থাপক যোগান হলো, যে উপকরণের যোগান বৃদ্ধি পায় না। ফলে চাহিদা বাড়লে কোনো উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে সর্বনিম্ন যোগান দামের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে। অর্থাৎ জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবদ্ধ এবং চাইলেই এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব না। এজন্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভূমির যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলা হয়।

গ ভূমির সীমাবদ্ধ যোগানের ফলে ভূমি ব্যবহারকারী তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মোট খাজনা বলে। সূত্রের সাহায্যে মোট খাজনা = ভূমি ব্যবহারের জন্য দেওয়া অর্থ + ঝুঁকি বহনের মূলাফা + দেখাশোনার খরচ + অন্যান্য খরচ। অন্যদিকে, শুধু ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বা নিট খাজনা বলা হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক খাজনা = মোট খাজনা - (ঝুঁকি বহনের মূলাফা + দেখাশোনার খরচ + অন্যান্য খরচ)।

উদ্দীপকে বাসা ব্যবহারের জন্য $2,000$ টাকা, ঝুঁকির জন্য $1,000$ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য $1,000$ টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ $2,000$ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট খাজনা = $2,000$ টাকা + $1,000$ টাকা + $1,000$ টাকা + $2,000$ টাকা = $6,000$ টাকা

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক খাজনা

$$= 6,000 \text{ টাকা} - (1,000 \text{ টাকা} + 1,000 \text{ টাকা} + 2,000 \text{ টাকা})$$

$$= 6,000 \text{ টাকা} - 4,000 \text{ টাকা}$$

$$= 2,000 \text{ টাকা}$$

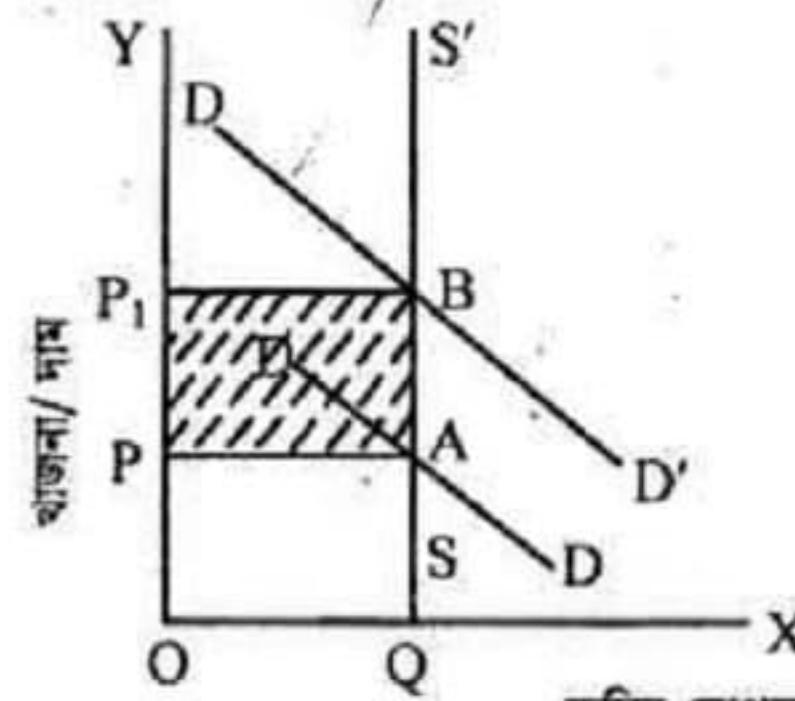
মোট খাজনা হলো খাজনা হিসেবে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থ। কিন্তু অর্থনৈতিক খাজনা হলো মোট খাজনার অংশ। সুতরাং বলা যায়, মোট খাজনার মধ্যেই অর্থনৈতিক খাজনা বা নিট খাজনার অন্তর্ভুক্ত বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে নিম খাজনা ও মোট খাজনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো—

উদ্দীপক অনুসারে বাসাটির পাশে একটি কারখানা স্থাপিত হলে মালিক মি. 'X' কে বাসা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত $2,000$ টাকা বৃদ্ধি করেন, এই $2,000$ টাকাই অর্থনৈতিকে নিম খাজনার আওতাভুক্ত। কেননা মানুষের সৃষ্টি কোনো উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে আয় হয়, তাকে নিম খাজনা বলে। আর উদ্দীপকে মোট খাজনার পরিমাণ হলো $6,000$ টাকা। ভূমির সীমাবদ্ধ যোগানের ফলে ভূমি ব্যবহারকারী তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মোট খাজনা বলে, আর মানুষ কর্তৃক সৃষ্টি যেসব উপকরণের যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হলেও দীর্ঘকালে স্থিতিস্থাপক এসব উপকরণ হতে প্রাপ্ত উত্তৃত আয়কে নিম খাজনা বলে। মোট খাজনার ধারণাটি সামগ্রিক ধারণা হিসেবে বিবেচিত আর নিম খাজনার ধারণাটি আংশিক হিসেবে বিবেচিত। মোট খাজনা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালের জন্য প্রযোজ্য আর নিমখাজনা ধারণাটি শুধু স্বল্পকালের জন্য প্রযোজ্য। রিকার্ড মোট খাজনাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে এর বিপ্লবে পৃথক তত্ত্ব উত্তীর্ণ করেন। আর আধুনিক অর্থনৈতিক বিদ্যগণ নিম খাজনা আলোচনায় চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যেভাবে দাম সৃষ্টি হয়, সেরূপ মূল্য তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমেই এর আলোচনা করেন। পৃথক তত্ত্ব হিসেবে এটি বিবেচনা করা হয়নি।

উল্লিখিত সম্পর্কগুলো মোট খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ৯ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



বি. লো. ১৭/প্রশ্ন নং ৯/

- ক. অনুপার্জিত আয় কাকে বলে? ১
- খ. কেন খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়? ২
- গ. চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর কী কী কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে লেখ। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

খ খাজনা ফসলের দাম নির্ধারণ করে না এবং খাজনা নিজেই ফসলের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ডেভিড রিকার্ডের মতে, দাম বৃদ্ধির ফলে খাজনার উত্তব হয় এবং দাম বেশি হলে খাজনাও বেশি হয়। তাই খাজনা দেওয়া হয় বলে শস্যের দাম বেশি হয় না কিন্তু শস্যের দাম বেশি হয় বলে খাজনা দিতে হয়। তিনি মনে করেন, প্রাক্তিক জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে শুধু খরচ উঠে মাত্র; এর উত্তৃত কোনো আয় হয় না। তাই প্রাক্তিক জমির কোনো খাজনা দিতে হয় না। ফলে প্রাক্তিক জমির উৎপাদন ব্যাপের মধ্যে খাজনা নামে কোনো ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে না। সুতরাং খাজনার ওপর ফসলের দাম নির্ভর করে না বরং খাজনাই ফসলের দামের ওপর নির্ভর করে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

গ উদ্দীপকের চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো শহর বা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্যবসাকেন্দ্র ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে সেখানকার জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সেখানকার জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম ও বিনিয়োগ ছাড়াই যে অতিরিক্ত আয় করেন তাই হলো অনুপার্জিত আয়। উদ্দীপকের চিত্রে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি দেখানো হয়েছে।

উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে জমির যোগান ও (OY) লম্ব অক্ষে তার খাজনা বা দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে S'S হলো ১ জমির স্থির যোগান রেখা ও DD' ও DD হলো যথাক্রমে জমির প্রাথমিক ও পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। চিত্রে DD রেখা SS' রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করায় প্রাথমিকভাবে জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে OP। এখন দুটি নগরায়ণের ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির চাহিদা রেখা DD' উপরে ভান্ডিকে স্থানান্তরিত হয়ে DD' রেখায় পরিণত হয়। এ রেখা SS' রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করায় জমির নতুন দাম নির্ধারিত হয় OP_। এক্ষেত্রে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ছায়াকৃত PABP, ক্ষেত্রের সমান।

ঘ জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর যেসব কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো:

কোনো এলাকায় দুটি নগরায়ণের ফলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ বাড়লে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— ঢাকার অদূরে বসুন্ধরা মডেল, ডালাস সিটি, উত্তরা, নিকুঞ্জ গড়ে ওঠার ফলে আশ-পাশের জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার উদ্ভব ঘটেছে।

জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয় এবং তবে এর তারতম্যও ঘটে। অর্থাৎ অধিক উর্বর জমি হতে বেশি পরিমাণ খাজনা এবং কম উর্বর জমি হতে কম পরিমাণ খাজনার সৃষ্টি করে। জমির অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে খাজনার উদ্ভব হয় এবং এর তারতম্যও ঘটে। কোনো জমি শহর কিংবা বাজার অথবা লোকালয়ের নিকটবর্তী হলে জমি ব্যবহারকারীদের নিকট তার চাহিদা বেশি থাকে। ফলে এসব জমিতে খাজনার উদ্ভব ঘটে।

ক্রমত্বসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি জমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় বলে খাজনা দিতে হয়। একই পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত একই হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমশ কমতে থাকে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ক্রমত্বসমান হারে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জমিতে ক্রমাগত একই হারে উপকরণ নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায় এবং একপর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয়। তখন শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক-উর্ধ্ব এককের উৎপাদন এবং প্রান্তিক এককের উৎপাদনের পার্থক্য খাজনা হিসেবে দেওয়া হয়।

সুতরাং জমির চাহিদা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে খাজনার উদ্ভব হতে পারে।

প্রশ্ন ১০ অর্থনীতি ক্লাসে প্রফেসর আঃ মান্নান ছাত্রছাত্রীদের কাছে খাজনা নির্ধারণ সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বের সমন্ত সীমাবন্ধন দূর করতে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এ তত্ত্বটি প্রদান করেন।

দিন/বোঝ ১৬/গ্রন্থনং ৭/

ক. অনুপার্জিত আয় কাকে বলে?

১

খ. জমিতে ক্রমত্বসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়— ব্যাখ্যা করো।

২

গ. খাজনা নির্ধারণে ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের ধারণার পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কীভাবে খাজনা নির্ধারণের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

খ ক্রমত্বসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উদ্ভব হয়।

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়তে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমত্বসমান হারে কমে। অপর দিকে, জমির পরিমাণ বাড়ানো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনার উদ্ভব হয়।

গ খাজনা নির্ধারণের লক্ষ্য দুটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। যথা— ক. রিকার্ডের খাজনা তত্ত্ব বা ক্লাসিক্যাল খাজনা তত্ত্ব এবং খ. আধুনিক খাজনা তত্ত্ব। নিচে খাজনা নির্ধারণে এই দুই প্রজন্মের অর্থনীতিবিদগণের ধারণার পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হলো—

১. ইংল্যান্ডের প্রথ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ রিকার্ডে বলেন, ‘খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সে অংশ যা জমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়।’ অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা বলেন, ‘খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, বরং সব উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।’

২. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, ‘প্রথমে উৎকৃষ্ট জমি ও পরে নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হয়।’ অপরদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, ‘উর্বরতার দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও কোনো জমি যদি চাষাবাদের জন্য অধিক সুবিধাজনক হয় তাহলেও ঐ জমি প্রথমে চাষ করা যেতে পারে।’

৩. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, ‘খাজনা দামের অংশ নয়।’ অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, ‘খাজনা বেশি হওয়ার কারণে দাম বৃদ্ধি পায়। কাজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয়।’

৪. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, ‘জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ জমির উর্বরতা সবসময় একই রকম থাকে।’ অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, ‘ক্রমাগত চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরতা যেমনি হ্রাস পায়, তেমনি উন্নত চাষ পদ্ধতি, সার, সেচ প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।’

অতএব বলা যায়, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে খাজনা নির্ধারণে পার্থক্য রয়েছে।

ঘ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে তত্ত্ব প্রদান করেছেন তা নিচে চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো।

আধুনিক অর্থনীতিতে খাজনা বলতে অগ্রার্যজনিত খাজনাকে (Scarcity rent) বোঝায়। এ খাজনার উদ্ভব তখনই হয়, যখন উৎপাদনের কোনো উপাদান তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে অতিরিক্ত আয় উপর্জন করে। তারা মনে করেন, খাজনা হলো একটি উপাদানের দাম। তাই অন্যান্য (যেমন- শ্রম) উপাদানের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়, একইভাবে জমি ব্যবহারের দাম অর্থাৎ খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সমাজে মোট ভূমির পরিমাণ কখনো বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না। ফলে ভূমির যোগান সামগ্রিকভাবে সীমাবদ্ধ। সে কারণে ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং এর যোগান রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। অপরদিকে, ভূমির চাহিদা নির্ভর করে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। অধিক ব্যবহারের ফলে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে আসে বলে জমির চাহিদাও কমে আসে। এ কারণে জমির চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমির চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা যে দাম নির্ধারিত হয় তাই অর্থনীতিতে খাজনা হিসেবে বিবেচিত।

আধুনিক খাজনা তত্ত্বটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। রেখাচিত্র (OX)

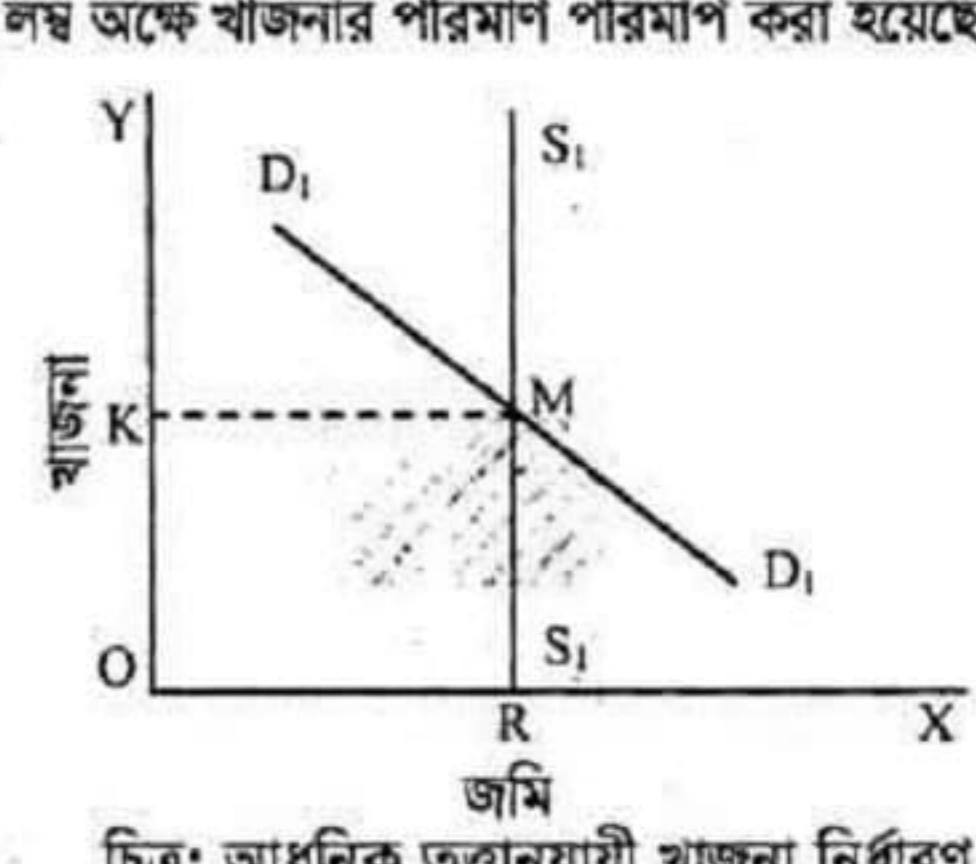
ভূমি অক্ষে জমি ও (OY) লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে।

D₁, D₁ ও S₁, S₁ হলো যথাক্রমে জমির চাহিদা ও যোগান রেখা। চিত্রে

D₁, D₁ রেখা S₁, S₁ রেখাকে M বিন্দুতে ছেদ করায় সেখানে

খাজনা নির্ধারিত হয়েছে OK পরিমাণ।

খাজনার আধুনিক তত্ত্বে এভাবেই খাজনা নির্ধারিত হয়।



প্রশ্ন ▶ ১১ ইসমাইল সাহেবের একটি সাত তলা বাড়ি আছে। প্রতিমাসে তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ ৫০ হাজার টাকা পান। সম্প্রতি এলাকায় বেশ কিছু সরকারি অফিস-আদালত গড়ে উঠায় বাড়ি ভাড়া বেড়ে যায়। ইসমাইল সাহেব বর্তমানে ৮০ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া পান। /চ. বো. ১৬/ গ্রন্থ নং ৮/

- ক. নিট খাজনা বলতে কী বোঝায়? ১
 খ. খাজনা দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়- ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. বাড়ি ভাড়া বাবদ ইসমাইল সাহেবের আয় বৃদ্ধি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. দীর্ঘকালে ইসমাইল সাহেবের এ ধরনের আয় প্রযোজ্য হবে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে নিট খাজনা বলে।

খ অর্থনৈতিক ডেভিড রিকার্ডের মতে, 'খাজনা হলো উৎপাদকের উচ্চত'। এটি উৎপাদিত শস্যের দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়। শস্যের দাম বাড়লে উৎপাদকের উচ্চত হতে খাজনা বাঢ়ে। আবার শস্যের দাম কমলে এ উচ্চত কমে বলে খাজনা কমে।

খাজনা শস্যের ব্যয় বা দাম নির্ধারণ করে না, বরং দামের দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, খাজনা দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়।

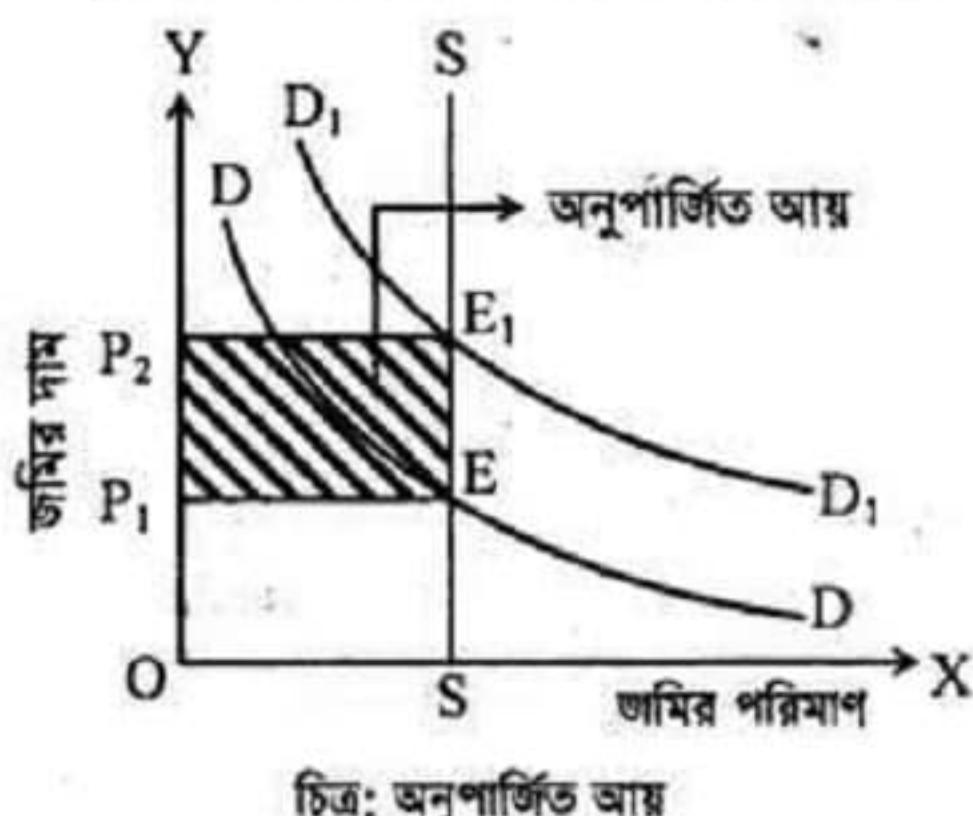
গ বাড়ি ভাড়া বাবদ ইসমাইল সাহেবের আয় বৃদ্ধি আমার পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা হলো অনুপার্জিত আয়।

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি হলে, সাধারণভাবে জমির দাম বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে জমির মালিক কোনো বাড়ি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ না করে যে অতিরিক্ত আয় অর্জন করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। এ ধরনের আয়কে অনুপার্জিত বৃদ্ধি বলা হয়। কোনো এলাকার উন্নয়ন হলে (যেমন- অফিস-আদালত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি) অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই এলাকার জমির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণত শহরাঞ্চলে এমনটি ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে জমির মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এসব এলাকার জমির মালিকগণ তখন অতিরিক্ত আয় ভোগ করে, অথচ এ বাড়ি আয়ের জন্য তাদেরকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বা পরিশ্রম করতে হয় না। এভাবে কোনো চেষ্টা বা অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত জমির মালিক তার জমি থেকে যে অতিরিক্ত আয় পেয়ে থাকে তাকেই অনুপার্জিত আয় বলে।

উদ্দীপকের ইসমাইল সাহেবের একটি সাত তলা বাড়ি আছে। তিনি প্রতিমাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৫০ হাজার টাকা পান। সম্প্রতি এলাকায় কিছু সরকারি অফিস-আদালত গড়ে উঠায় ইসমাইল সাহেবের বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় বেড়ে ৮০ হাজার টাকা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসমাইল সাহেবের অনুপার্জিত আয় হচ্ছে ৩০ হাজার টাকা।

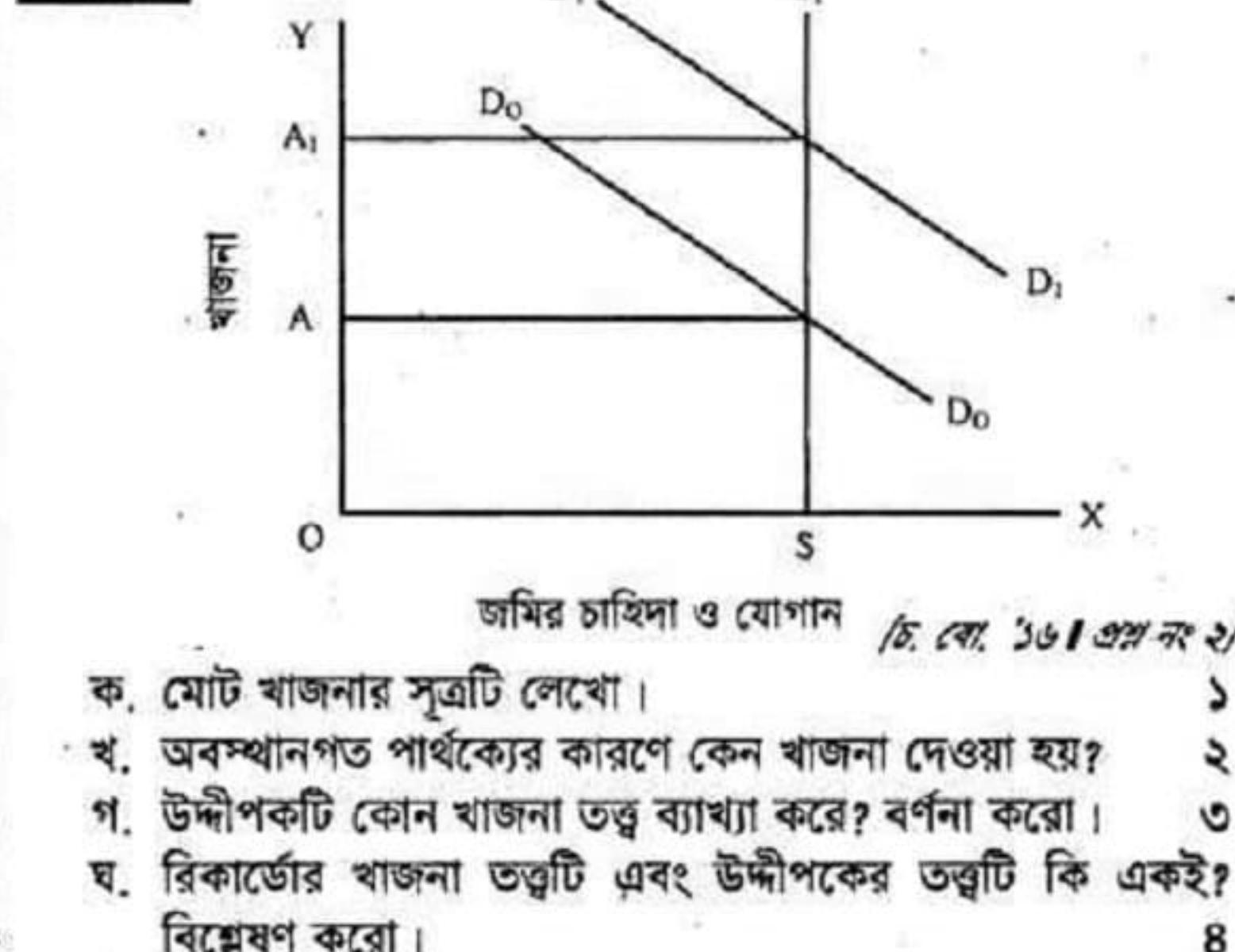
ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপক অনুসারে ইসমাইল সাহেবের আয় হলো অনুপার্জিত আয় হওয়ায় তা দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।

নিজী প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগ ছাড়া অন্য কোনো কারণে জমির দাম বাড়লে জমির মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। যদি কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাধাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন অথবা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেসব এলাকা ও তার আশেপাশের জমির চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়; এতে ভূমির মূল্য যথেষ্ট বাঢ়ে। অনুপার্জিত আয় নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো-



চিত্রে জমির অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা SS এবং DD চাহিদা রেখা E বিন্দুতে হেদ করায় জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে P_1 । এখন কোনো এলাকায় নতুন রাস্তাধাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে জমির চাহিদা বাড়লে, জমির চাহিদা রেখা DD থেকে D_1D_2 এ স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে জমির দাম বেড়ে হয় OP_2 । ফলে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ হয় $P_1P_2E_1E_2$ । কাজেই বলা যায়, ইসমাইল সাহেবের এলাকায় অফিস-আদালত গড়ে উঠায় তা দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকবে বলে তার অনুপার্জিত আয় দীর্ঘকালে প্রযোজ্য হবে।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর



১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোট খাজনার সূত্রটি হলো :

মোট খাজনা = জমির বিশুদ্ধ খাজনা + জমির মালিকের নিজ শ্রমের মজুরি + জমির মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ + জমির মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর + জমির মালিকের বুকি বহনের জন্য মুনাফা।

খ যেসব কারণে খাজনার উত্তব হয়, তার মধ্যে জমির অবস্থানগত পার্থক্য অন্যতম। অভিভ্রতায় দেখা যায়, লোকবসতি আছে এমন বা শহরের কাছের জমিগুলোতে দূরের জমিগুলোর তুলনায় সহজেই যাতায়াত করা যায়। এজন্য এসব জমিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে উৎপাদন খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়।

তাছাড়া এসব জমিতে কৃষি উপকরণসমূহ নেওয়া ও সেখান থেকে উৎপাদিত ফসল আনারও খরচ কম হয়। এজন্য এসব জমি দূরের জমিগুলোর তুলনায় উচ্চত আয় করে যা খাজনা হিসেবে দেওয়া হয়। এসব কারণে অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকটি খাজনার আধুনিক তত্ত্ব প্রকাশ করে।

খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অন্যান্য উপাদানের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে নির্ধারিত হয়, সেভাবে জমি ব্যবহারের দামও অর্থাৎ খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

জমির চাহিদা নির্ভর করে তার উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। জমিতে ক্রমত্বসমান প্রাক্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে উপকরণ নিয়োগের তুলনায় উৎপাদন কম হয়। এ কারণে জমির চাহিদা রেখা উদ্দীপকে অঙ্কিত D_0D_1 রেখার অনুরূপ হয়। অন্যদিকে, জমি প্রকৃতির দান; তার পরিমাণ স্থান। এজন্য জমির দাম বাড়লে বা কমলে তার যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। এ অবস্থায় জমির যোগান রেখা উদ্দীপকে অঙ্কিত লম্ব অক্ষের সমান্তরাল SS_1 , রেখার অনুরূপ।

আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী, জমির চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে খাজনা নির্ধারিত হয়। এ হিসেবে উদ্দীপকের চিত্রে যেখানে D_0D_1 ও SS_1 রেখা দুটি পরস্পরকে হেদ করেছে অর্থাৎ যেখানে জমির চাহিদা ও যোগান সমান হয়েছে, সেখানে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে। এ খাজনার পরিমাণ হলো OA ।

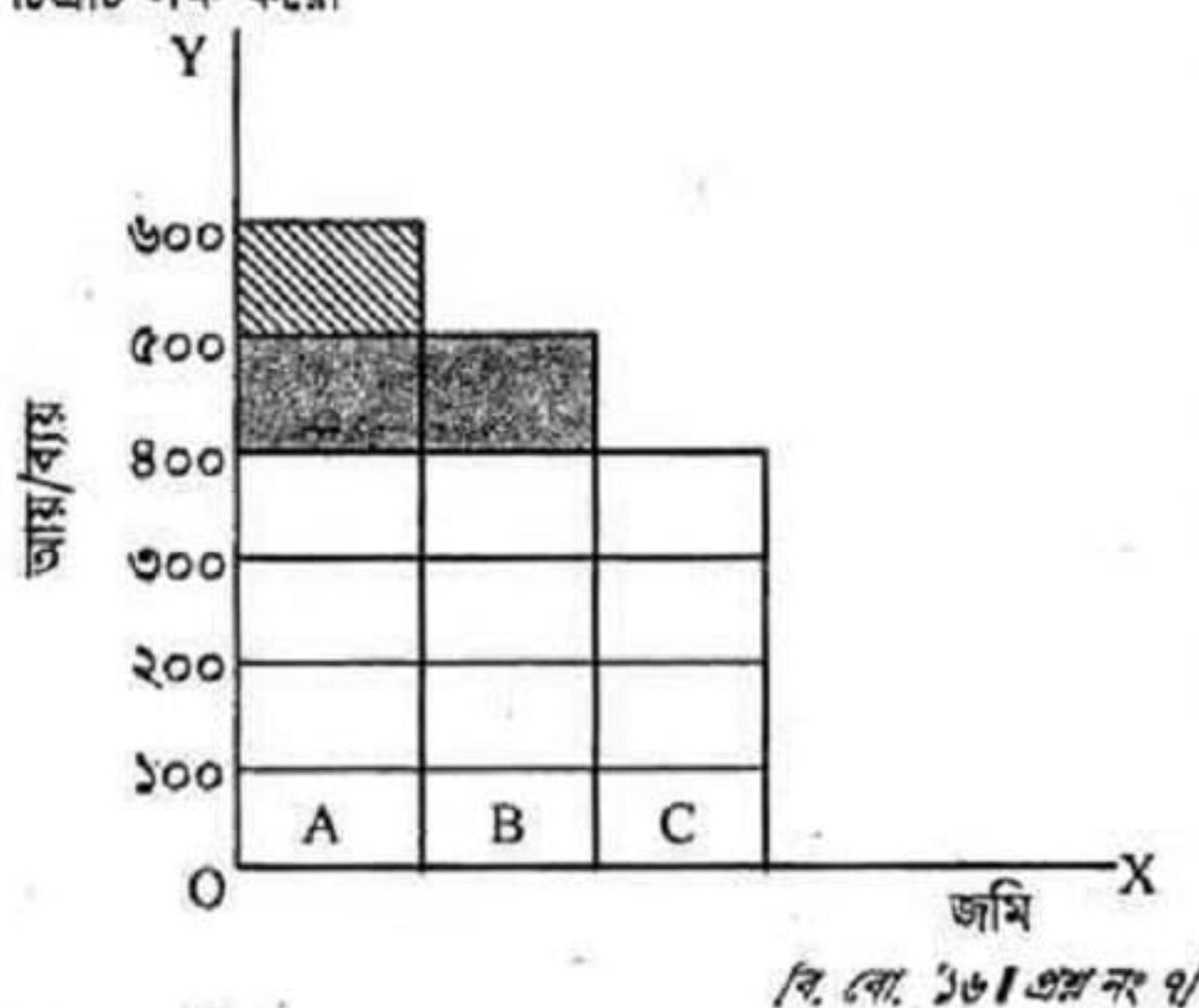
এখন যদি ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে ভূমির নতুন চাহিদা রেখা D_1D_1 , ভূমির যোগান রেখা SS_1 কে পূর্বের বিন্দুর উপরে ছেদ করবে। ফলে খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হবে OA_1 । সুতরাং, ভূমির যোগানের সীমাবদ্ধতার কারণে তার চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়বে। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকটি খাজনার আধুনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে।

৪ উদ্দীপকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত তত্ত্বটি হলো খাজনার আধুনিক তত্ত্ব। রিকার্ডের খাজনা তত্ত্ব আর এ খাজনা তত্ত্বটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

রিকার্ডের মতে, খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্ভৃত আয়। এটি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূমির উৎপাদন মূল্যের পার্থক্যের সমান। অন্যদিকে, খাজনার আধুনিক তত্ত্ব মতে, খাজনা হলো অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট যেকোনো উপাদান ব্যবহারের দাম। আবার, রিকার্ডের মতে, কেবল ভূমির ক্ষেত্রেই খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট যে কোনো উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে।

রিকার্ডে মনে করেন, ভূমির উর্বরতার তারতম্যের জন্য খাজনার পার্থক্য দেখা দেয়। নিকৃষ্ট ভূমি তথা অনুর্বর ভূমির তুলনায় উর্বর থেকে উর্বরতর ভূমিগুলো অধিক থেকে অধিকতর ফসল দেয়। এজন্য উর্বরতাভেদে খাজনায় পার্থক্য দেখা দেয়। খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, ভূমির চাহিদার পার্থক্যের জন্য খাজনায় পার্থক্য দেখা দেয়। জমির চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়ে, চাহিদা কমলে খাজনা কমে। আবার, রিকার্ডের মতে, ভূমির অবস্থানগত পার্থক্যের জন্যও খাজনার সৃষ্টি হয়। শহরের কাছের ভূমি, দূরবর্তী ভূমিগুলোর তুলনায় কম খরচসম্পন্ন হওয়ায় অধিক ফসল দেয়। এজন্য সেখানে খাজনা দিতে হয়। কিন্তু খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, উপাদানের যোগান কেবল অস্থিতিস্থাপক হলেই খাজনার সূত্রপাত ঘটে। সুতরাং বলা যায়, রিকার্ডের খাজনা তত্ত্ব এবং খাজনার আধুনিক তত্ত্ব এক নয় বরং এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১৩ চিত্রটি লক্ষ করো



- নিট খাজনা কী? ১
- খাজনা কেন দেওয়া হয়? ২
- উপরের রেখাচিত্রে খাজনা নির্ধারণের কোন তত্ত্বটি তুলে ধরা হয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩
- চিত্রে খাজনার পরিমাণ কত এবং কীভাবে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

a শুধু জমি ব্যবহারের জন্য এর মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে নিট খাজনা বলে।

b খাজনা দেওয়ার প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় জমির পরিমাণ বাড়ানো যাচ্ছে না। তাহাড়া, জমির উর্বরতা পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব

হয়। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা ও বেশি হয়। আবার জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব ঘটে, মূলত এসব কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

c উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাচিত্রটি খাজনা নির্ধারণ সম্পর্কিত ডেভিড রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বটিকে উপস্থাপন করে।

ইংল্যান্ডের প্রথ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনৈতিবিদ ডেভিড রিকার্ডে ১৮১৭ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Principles of Political Economy and Taxation"-এ খাজনা সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেন, তাই তাঁর নামানুসারে 'Reccardian Theory of Rent' নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি বলেন, খাজনা হচ্ছে জমির মালিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতার প্রতিদান। এ ক্ষমতা বলতে তিনি জমির উর্বরা শক্তিকেই নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, সব জমির উর্বরা শক্তি সমান নয়, এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমি রয়েছে। এর উৎপন্ন ফসলের পার্থক্যের উপরই খাজনা নির্ভর করে। রিকার্ডের মতে, যে জমির উৎপাদন খরচ ও আয় পরস্পর সমান সেরূপ জমিকে 'খাজনাবিহীন জমি' বা 'প্রান্তিক জমি' বলা হয়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের জন্য খাজনার সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্ভৃত বা পার্থক্যজনিত প্রাপ্তি' বলে অভিহিত করেন।

উদ্দীপকের চিত্রে OA, AB ও BC কে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমি হিসেবে ধরা হলো। তিনি শ্রেণির জমিই উৎপাদন ব্যয় সমান এবং তা চির অনুযায়ী ধরা যাক ৪০০ টাকা। এখানে,

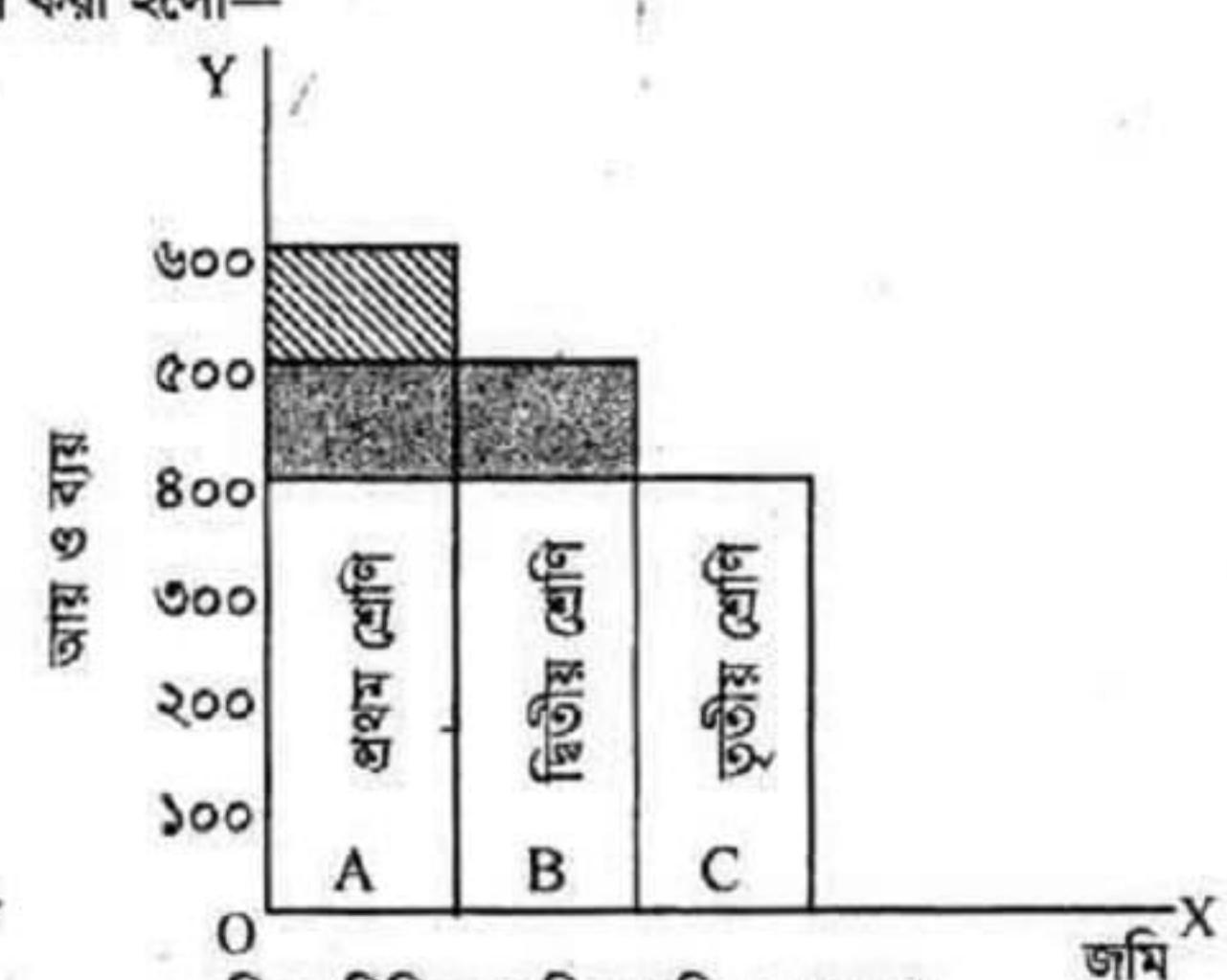
প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা = $(600 - 400)$ টাকা = ২০০ টাকা।

দ্বিতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = $(500 - 400)$ টাকা = ১০০ টাকা।

তৃতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = $(400 - 400)$ টাকা = ০ টাকা।

এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শ্রেণির জমিতে যে পরিমাণ উদ্ভৃত সৃষ্টি হয় তাই হলো ত্রিসব জমির খাজনা। ৩য় শ্রেণির জমিতে কোনো উদ্ভৃত না থাকায়, এ জমির কোনো খাজনা নেই; এটি প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমি। উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রটি এভাবে রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বটি তুলে ধরেছে।

d নিম্নে চিত্রের সাহায্যে খাজনার পরিমাণ যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হলো—



চি. বিভিন্ন শ্রেণির জমি ও খাজনা

উপরের চিত্রে OX অক্ষে জমির শ্রেণি এবং OY অক্ষে আয় ও ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমিকে যথাক্রমে OA, AB ও BC হিসেবে চিহ্নিত করা হলো।

প্রদত্ত চিত্রে রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশের জন্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সকল চাষযোগ্য জমি সম আয়তনবিশিষ্ট হলেও উর্বরতার দিক থেকে ভিন্ন। এ হিসেবে অধিক উর্বর জমি OA কে ১ম শ্রেণির জমি, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমি AB কে ২য় শ্রেণির জমি এবং ৩য় শ্রেণির জমি BC কে প্রান্তিক জমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল জমিতে চাষের খরচ ধরা হয়েছে ৪০০ টাকা। এসবের প্রেক্ষিতে প্রথম শ্রেণির জমিতে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে $(600 - 400)$ টাকা = ২০০ টাকা। ২য় শ্রেণির জমিতে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে $(500 - 400)$ টাকা = ১০০ টাকা এবং ৩য় শ্রেণির জমিতে খাজনা নির্ধারিত হয়েছে $(400 - 400)$ টাকা = ০ টাকা।

বিভিন্ন জমির উর্বরতা শক্তি বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। এ উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের কারণে রিকার্ডে জমিকে ১ম, ২য় ও ৩য় এ তিনি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। ১ম শ্রেণির জমি উর্বরতার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট এবং উৎপাদন বেশি হয়, ফলে খাজনাও বেশি প্রদান করতে হয়। ২য় শ্রেণির জমি উর্বরতার প্রেক্ষিতে মধ্যম ও উৎপাদন ১ম শ্রেণির জমির তুলনায় কম হয় ফলে খাজনাও অপেক্ষাকৃত কম প্রদান করতে হয় এবং ৩য় শ্রেণির জমি উর্বরতার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট বলে ধরা হয়। এ শ্রেণির জমিতে আয়-ব্যয় সমান হয় বলে কোনো উত্তীর্ণ থাকে না, ফলে খাজনাও প্রদান করতে হয় না।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব সেলিম মিয়া তার কৃষিজমি 'স্বাধীন বাংলা' কৃষি খামারকে চুক্তিভিত্তিক প্রদান করেন। এক্ষেত্রে চুক্তির শর্তগুলো হচ্ছে, তিনি জমি ব্যবহারের জন্য ৩,০০০ টাকা, মূলধনের সুদ বাবদ ২,০০০ টাকা, তার প্রাপ্তি মজুরি ১,৮০০ টাকা, সরকারকে জমির কর বাবদ প্রদান করার জন্য ১,৫০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য ২,০০০ টাকা পাবেন।

ক. অর্থনীতিতে খাজনা কী?

১

খ. অনুপার্জিত আয় ও নিট খাজনা কেন একই অর্থে ব্যবহার হতে পারে না?

২

গ. উদ্দীপকে তথ্য অনুযায়ী, মোট খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো।

৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, কোন পরিস্থিতিতে মোট খাজনা ও নিট খাজনা একই হবে? উদ্দীপকের তথ্য থেকে নিট খাজনা নির্ণয়পূর্বক বিশ্লেষণ করো।

৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভূমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।

খ. নিম্ন খাজনা স্বল্পকালে উপস্থিত থাকলেও দীর্ঘকালে এর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু অনুপার্জিত স্বল্প ও দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকতে পারে বিধায় অনুপার্জিত আয় ও নিম্ন খাজনা একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না।

সাধারণত, মানুষের সৃষ্টি উৎপাদনের উপাদান হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে নিম্ন খাজনা বলে। পক্ষান্তরে, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলে জমির মালিক বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ ব্যতীত স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত খাজনা বা আয় পায় তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। কাজেই বলা যায়, অনুপার্জিত আয় এবং নিম্ন খাজনা অর্থনীতির দুটি পৃথক ধারণা।

গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী নিচে মোট খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো।

সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান বিশিষ্ট (ভূমি) ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের তাদের মালিককে প্রদেয় মোট অর্থকে মোট খাজনা বলে। অর্থাৎ ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে মোট যে আয় হয়, তাকে মোট খাজনা বলে। তাই মোট খাজনা = নিট খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব সেলিম মিয়া তার কৃষিজমি 'স্বাধীন বাংলা' কৃষি খামারকে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি দেন। এ জন্য তিনি উক্ত খামারের মালিকের নিকট হতে ৩,০০০ টাকা পাবেন। আর আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে মূলধনের সুদ বাবদ ২,০০০ টাকা, মজুরি ১,৮০০ টাকা, কর বাবদ ১,৫০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য ২,০০০ টাকা পাবেন। কাজেই মোট খাজনা = (৩,০০০ + ২,০০০ + ১,৮০০ + ১,৫০০ + ২,০০০) টাকা। = ৯,৯০০ টাকা।

∴ নির্ণেয় মোট খাজনা হলো ৯,৯০০ টাকা।

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, আনুষঙ্গিক খরচ শূন্য হলে মোট খাজনা ও নিট খাজনা একই হবে।

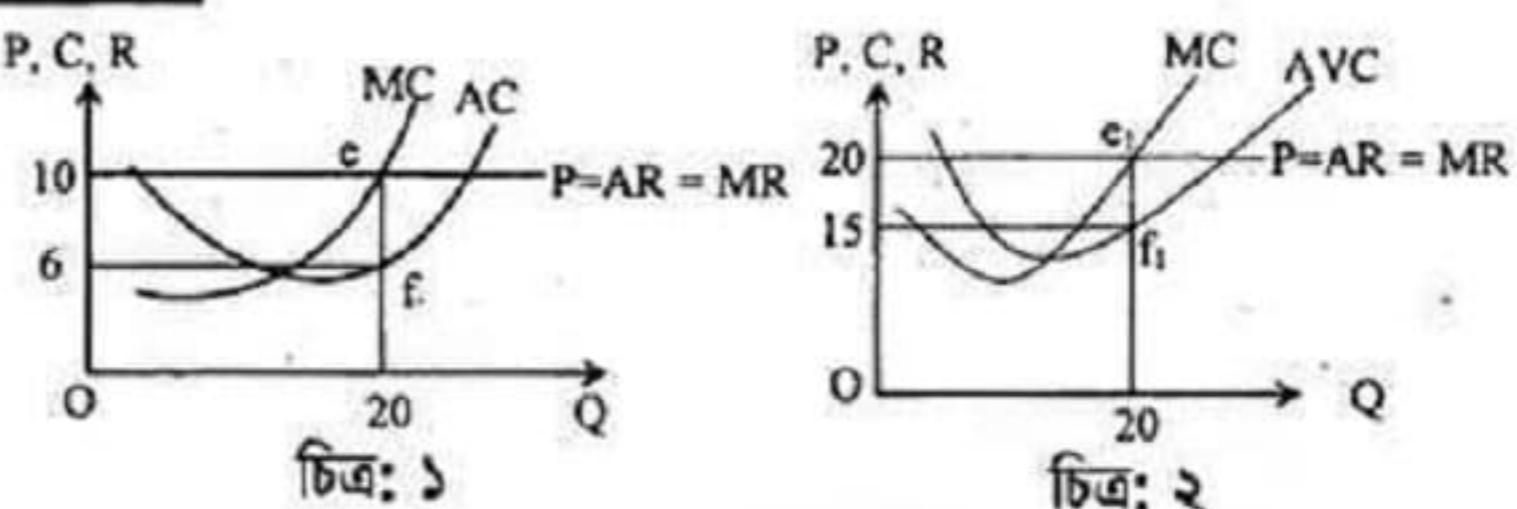
সাধারণত মোট খাজনা হতে আনুষঙ্গিক খরচ তথ্য মূলধনের সুদ, মজুরি, কর, মুনাফা প্রভৃতি বাদ দিলে নিট খাজনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিট খাজনা = মোট খাজনা — আনুষঙ্গিক ব্যয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সুদ = ২,০০০ টাকা, মজুরি = ১,৮০০ টাকা, কর = ১,৫০০ টাকা এবং মুনাফা = ২,০০০ টাকা। কাজেই আনুষঙ্গিক ব্যয় = (২,০০০ + ১,৮০০ + ১,৫০০ + ২,০০০) টাকা = ৬,৩০০ টাকা।

∴ নিট খাজনা = (৯,৯০০ — ৬,৩০০) টাকা 'গ' নং হতে মোট খাজনা = ৩,৬০০ টাকা।

অর্থাৎ জনাব সেলিম মিয়ার ক্ষেত্রে নিট খাজনা হলো ৩,৬০০ টাকা। আবার, আনুষঙ্গিক খরচ শূন্য হলে নিট খাজনা ও মোট খাজনা উভয়ই ৩,৬০০ টাকা হতো তথা সমান হতো। তাছাড়া জমির অবস্থানগত দিক থেকে মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন— বাজারসংলগ্ন জমির শস্য বাজারজাত করার জন্য কোনো পরিবহন ব্যয় নেই। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আনুষঙ্গিক খরচ শূন্য হলে মোট খাজনা ও নিট খাজনা একই হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৫



চিত্র: ১ /জার্ডের উত্তর সড়কে কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১।

ক. অনুপার্জিত আয় কী?

১

খ. অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনা দেয়া হয়?

২

গ. চিত্র-২ এর সাহায্যে নিম্ন খাজনা নির্ণয় করো।

৩

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ হতে প্রাপ্ত খাজনা স্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভূমির মালিকের নিজস্ব শ্রম বা বিনিয়োগ ছাড়া ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পেলে এর মালিক যে অতিরিক্ত অর্থ লাভ করে তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

খ. যেসব কারণে খাজনার উত্তব হয়, তার মধ্যে জমির অবস্থানগত পার্থক্য অন্যতম। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, লোকবসতি আছে এমন বা শহরের কাছের জমিগুলোতে দূরের জমিগুলোর তুলনায় সহজেই যাতায়াত করা যায়। এ জন্য এসব জমিতে পরিচালিত কৃষিকাজ তত্ত্বাবধানের খরচ অপেক্ষাকৃত কম।

তাছাড়া এসব জমিতে কৃষি উপকরণসমূহ নেয়া ও সেখান থেকে উৎপাদিত ফসল আনারও খরচ কম। এ জন্য এসব জমি দূরের জমিগুলোর তুলনায় উত্তীর্ণ আয় করে যা খাজনা হিসেবে দেয়া হয়। এসব অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনা দেয়া হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-২ এর সাহায্যে নিম্ন খাজনা নির্ণয় করো।

মানুষ কর্তৃক সৃষ্টি স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন— কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা প্রভৃতি) হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিম্ন খাজনা বা উপ-খাজনা। সূত্রাকারে, নিম্ন খাজনা = মোট আয় — মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়। অর্থাৎ, মোট আয় হতে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় বাদ দিলে নিম্ন খাজনা পাওয়া যায়। উদ্দীপকে চিত্র-২ এ লক্ষ করা যায়, 20 একক উৎপাদনে গড় আয় 20 টাকা। তাই মোট আয় = (20 × 20) টাকা = 400 টাকা।

আবার, 20 এককে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় 15 টাকা। তাই মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (20 × 15) বা 300 টাকা।

∴ নিম্ন খাজনা = (400 — 300) টাকা = 100 টাকা।

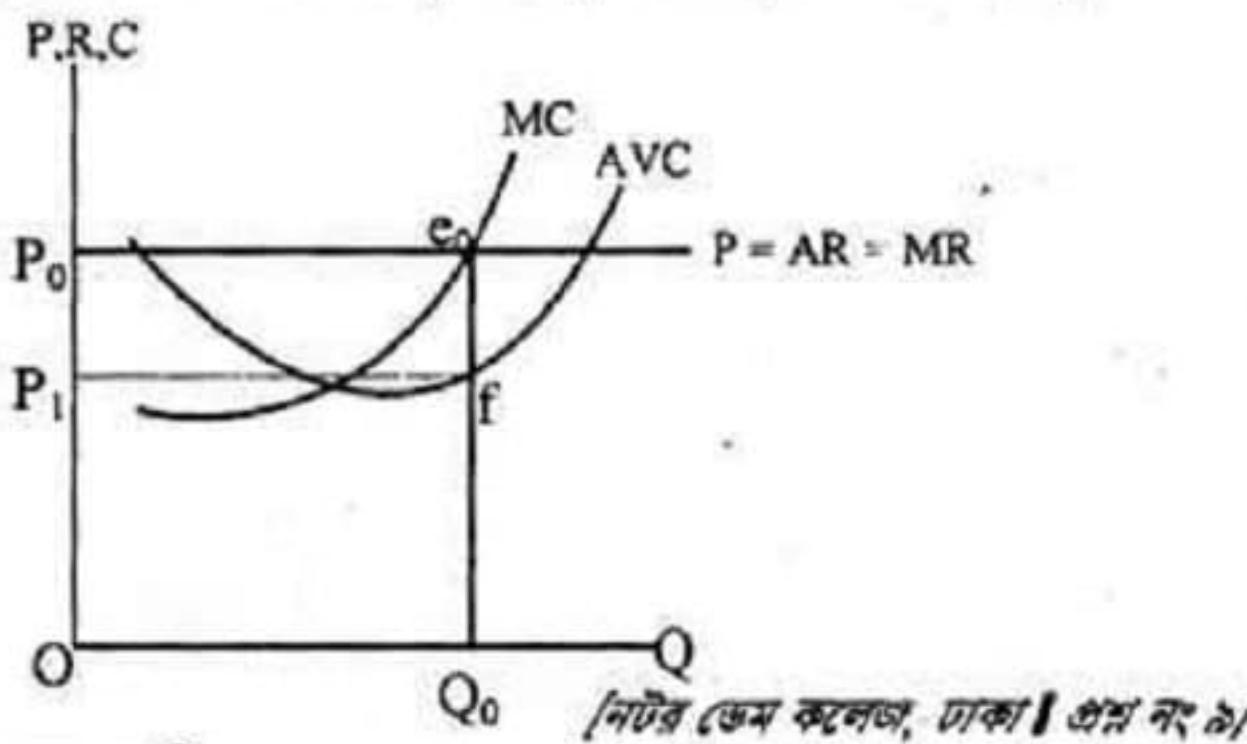
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-১ ও চিত্র-২ হতে প্রাপ্ত খাজনার যথাক্রমে মোট খাজনা ও নিম্ন খাজনা। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে সম্পদের মালিক যে অর্থ পায়, তাকে খাজনা বা মোট খাজনা বলে। অন্যদিকে, মানুষের তৈরি বাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধতার কারণে যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়, তাকে নিম্ন খাজনা

বক্স নিম্ন খাজনা শুধু স্বল্পকালে প্রযোজ্য হলেও মোট খাজনা স্বল্পকাল ও নির্দল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য হয়।

উদ্দীপকে চিত্র-১ এ লক্ষ করা যায়, 20 একক উৎপাদনে গড় আয় 10 টাকা। তাই মোট আয় = (20×10) টাকা = 200 টাকা। আর 20 এককে গড় ব্যয় 6 টাকা। সুতরাং মোট ব্যয় = (20×6) বা 120 টাকা।
 \therefore মোট খাজনা = মোট আয় - মোট ব্যয়
= $(200 - 120)$ টাকা
= 80 টাকা

অন্যদিকে, চিত্র-২ এ লক্ষ করা যায় নিম্ন খাজনা 100 টাকা ('গ' নং হতে)। আবার মোট খাজনার উৎস ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান চিরস্থায়িভাবে সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিম্ন খাজনার উৎস মানব সূচী উপাদানের যোগান স্বল্পকালীন সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, নিম্ন খাজনা একটি স্বল্পমেয়াদি ধারণা। দীর্ঘকালে এর অস্তিত্ব থাকে না। এ জন্য বলা হয়, স্বল্পকালে নিম্ন খাজনা অনাবশ্যক মুনাফা, কিন্তু দীর্ঘকালে এটা স্বাভাবিক মুনাফার অংশ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ নিম্নের চিত্রটি লক্ষ কর, তৎসংগ্রিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে ভারসাম্য বিন্দু e_0 । কেননা e_0 বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্ত $MR = MC$ ও $AR > AVC$ পালিত হয়েছে। তাই স্বল্পকালে OP_0 দামে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ OQ_0 ।

$$\begin{aligned} \text{এক্ষেত্রে, মোট আয় (TR)} &= P \times Q \\ &= OP_0 \times OQ_0 \\ &= OQ_0 e_0 P_0 \end{aligned}$$

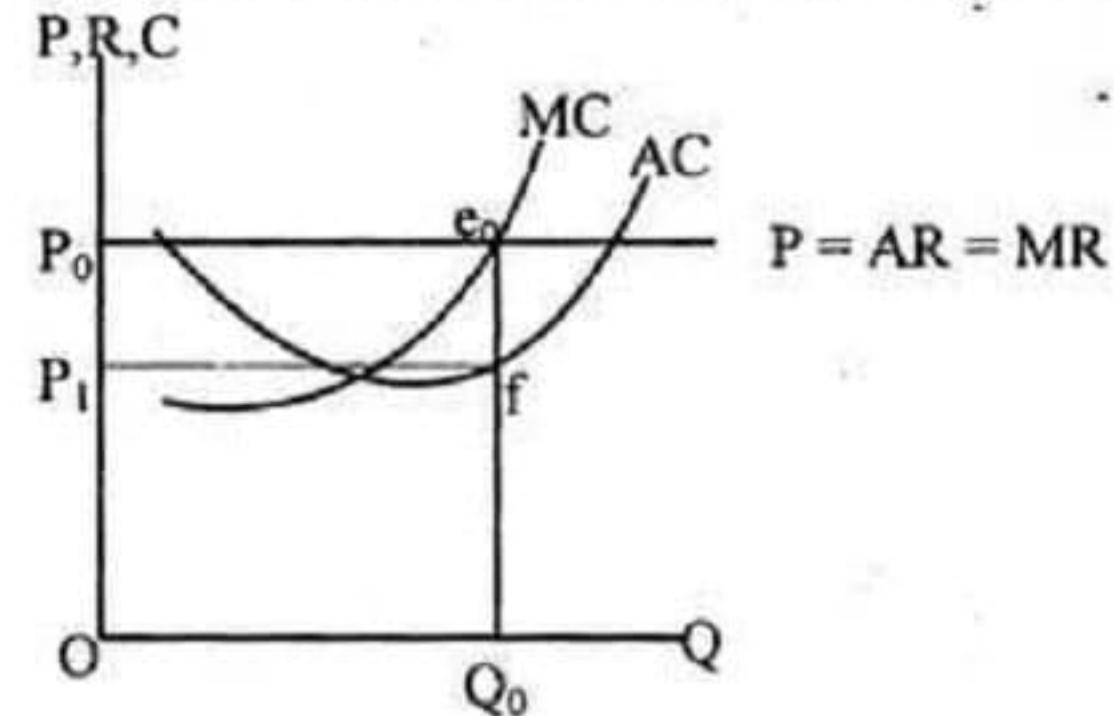
$$\begin{aligned} \text{মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)} &= AVC \times Q \\ &= OP_1 \times OQ_0 \\ &= OQ_0 f P_1 \end{aligned}$$

অতএব, নিম্ন খাজনা (QR) = মোট খাজনা (TR) = মোট পরিবর্তনীয় খাজনা (TVC)

$$= OQ_0 e_0 P_0 = OQ_0 f P_1$$

$$= P_1 P_0 e_0 f \text{ (নিম্ন খাজনা)}$$

ব উদ্দীপকে চিত্রে AVC -এর স্থানে AC রেখা অঙ্কন করলে খাজনা ধারণাটি সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। নিচে আলোচনা করা হলো—



চিত্র : খাজনা নির্ধারণ

সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্যের জন্য ভূমি হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলে। এক্ষেত্রে এ খাজনা ধারণাটি স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

সূত্রাকারে, খাজনা = $TR - TC$

বা, খাজনা = $AR - AC$

চিত্রে OQ_0 হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ, OP_0 উৎপাদিত দ্রব্যের দাম। চিত্রে e_0 ভারসাম্য বিন্দু কেননা e_0 বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয়শর্ত $P > AC$ শর্ত পালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল OP_0 দামে উৎপাদনের পরিমাণ OQ_0 ।

এক্ষেত্রে মোট আয় (TR) = $P \times Q$

$$= OP_0 \times OQ_0$$

$$= OP_0 e_0 Q_0$$

মোট ব্যয় (TC) = $AVC \times Q$

$$= OP_1 \times OQ_0$$

$$= OP_1 f Q_0$$

খাজনা = $TR - TC$

$$= OP_0 e_0 Q_0 - OP_1 f Q_0$$

$$= P_1 P_0 e_0 f \text{ (খাজনার পরিমাণ)}$$

সুতরাং AVC এর স্থানে AC রেখা স্থানান্তর করলে খাজনা ধারণাটি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রাসেল সাহেবের X ফ্যাট্টের পথে উৎপাদিত হয়। এতে প্রতি একক পথের পরিবর্তনীয় ব্যয় ৮ টাকা, গড় ব্যয় ১২ টাকা। পথের দাম ১০ টাকা। কিন্তু শাহেদ সাহেবের Y ফ্যাট্টের B পথের একক প্রতি গড় ঘরচ ৯ টাকা বিক্রয় মূল্য ১১ টাকা।

//তিক্তবুনিস্য নূল স্কুল এত কলেজ, ঢাকা।// প্রশ্ন নং ১।

ক. খাজনা কী?

খ. ক্রমস্থান প্রাপ্তির উৎপাদন বিধির কারণেই খাজনার উৎপত্তি হয়— বুঝিয়ে দেখ।

গ. উদ্দীপক হতে নিম্ন খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো।

ঘ. A ও B পথের ক্ষেত্রে উল্লিখিত খাজনার ধারণাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

স্বল্পকালে মানুষ কর্তৃক সূচী সীমাবদ্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন— কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, দালানকোটা প্রভৃতি) হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাই নিম্ন খাজনা।

সূত্রাকারে, নিম্ন খাজনা = মোট আয় - মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়

$$QR = TR - TVC$$

এখানে $QR =$ নিম্ন খাজনা (Quasi Rent)
 $TR =$ মোট আয় (Total Revenue)

$TVC =$ মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (Total Variable Cost).

উদ্দীপকের চিত্রে OX ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও OY লম্ব অক্ষে দাম, আয় ও ব্যয় নির্দেশিত হয়েছে। OP হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম। $P = AR = MR$ রেখা দ্বারা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রাপ্তির আয়ের সমতা দেখানো হয়েছে। Mc রেখা প্রাপ্তির ব্যয় রেখা ও AVC রেখা স্বল্পকালীন পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্দেশ করে।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে ভূমি বা সীমাবদ্ধ যোগানবিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে খাজনা বলে।

খ ক্রমসমান প্রাকৃতিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুন খাজনার উত্তৰ হয়।

একটি নিমিট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে প্রাথমিক অবস্থায় মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমসমান হারে কমে। অপরদিকে, জমির পরিমাণ বাড়নো যায় না বলে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য জমির চাহিদা বাড়ে। যে কারণে জমির খাজনার উত্তৰ হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে নিম খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।
মানুষের সূক্ষ্ট উৎপাদনের উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায়, তাকেই নিম খাজনা বলে। স্বল্পকালে মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, যানবাহন, দালানকোঠা ইত্যাদির চাহিদা বাড়লে যোগান সাথে বাড়নো যায় না। কারণ এদের যোগান সময় বৃদ্ধি সাপেক্ষ ব্যাপার। যেমন- শহরে লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে আবাসিক সমস্যা দেখা দিবে। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে নতুন বাড়ি ঘর তৈরি না করা পর্যন্ত শহরে অবস্থিত বাড়ি-ঘরগুলো যে অতিরিক্ত আয় করে তাই নিম খাজনা।

$$\text{সুতরাং নিম খাজনা} = \text{মোট খাজনা} - \text{মোট পরিবর্তনীয় খাজনা}$$

$$= TR - TVC$$

এক্ষেত্রে উদ্দীপকের তথ্য মতে, A পণ্যের ক্ষেত্রে,

$$\text{মোট আয় (TR)} = P \times Q$$

$$= 10 \times 1$$

$$= 10 \text{ টাকা}$$

$$\text{মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)} = 8 \text{ টাকা}$$

$$\therefore A \text{ পণ্যের নিম খাজনা} = TR - TVC$$

$$= 10 - 8$$

$$= 2 \text{ টাকা}$$

∴ উদ্দীপকের আলোকে A পণ্যের ক্ষেত্রে 2 টাকাই হলো অতিরিক্ত আয় বা নিম খাজনা।

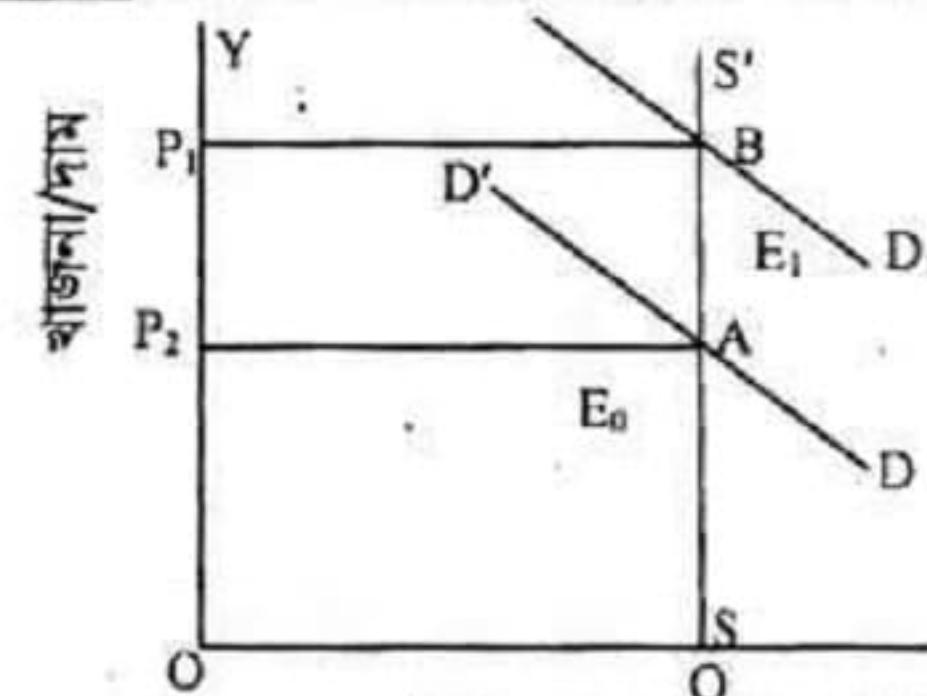
ঘ উদ্দীপকে A পণ্যের ক্ষেত্রে নিম খাজনা এবং B পণ্যের খাজনা কে নির্দেশ করে। নিচে খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে তুলনা বা পার্থক্য দেওয়া হলো।

ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে বাড়ির মালিক যে অর্থ পায় তাকে খাজনা বলে। অন্যদিকে, মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি, কলকারখানা, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ থাকে বলে এসব উপকরণ থেকে স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে নিম খাজনা বলে। খাজনা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য। নিম খাজনা শুধু স্বল্পকালের জন্য প্রযোজ্য। দীর্ঘকালে এর অস্বিত্ত নেই। স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালে যেকোনো সময়ের জন্য খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের একটি আবশ্যিকীয় অংশ। অন্যদিকে, স্বল্পকালে নিম খাজনা অনাবশ্যক মূলাফা, যা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নয়। খাজনা ও নিম খাজনা উভয়ই যোগানের সীমাবদ্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে খাজনার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। আর নিম খাজনা একটি স্বল্পমেয়াদি ধারণা হওয়ায় স্বল্পকালে নিম খাজনা অনাবশ্যক মূলাফা কিন্তু দীর্ঘকালে এটা স্বাভাবিক মূলাফার অংশ।

উদ্দীপকে, A পণ্যের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নিম খাজনার পরিমাণ দাঁড়ায় 2 টাকা, অন্যদিকে, B পণ্যের প্রতি গড় ব্যয় ৯ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য বা দাম ১১ টাকা হওয়ায় খাজনা দাঁড়ায় $11 - 9 = 2$ টাকা। এখানে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়। খাজনা হলো উৎপাদন খরচের পর উচ্চত আয়।

সুতরাং উপরিউল্লিখিত পার্থক্য গুলোই A ও B পণ্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যা নিম খাজনা ও খাজনাকেই নির্দেশ করেছে।

প্রশ্ন ১৮ চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



বৈরাষ্ট্র নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১।

ক. নিট খাজনা কী?

খ. ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক ব্যাখ্যা করো।

গ. চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর কী কী কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে লেখ।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুধু জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে নিট খাজনা বলে।

খ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জমির চাহিদা বাড়লেও ভূমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

অস্থিতিস্থাপক যোগান হলো, যে উপকরণের যোগান বৃদ্ধি পায় না। ফলে চাহিদা বাড়লে কোনো উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে সর্বনিম্ন যোগান দামের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপর্জন করে। অর্থাৎ জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবদ্ধ এবং চাইলেই এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব না। এ জন্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়। এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভূমির যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্র হতে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়।

কোনো শহর বা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাধাট নির্মাণ, ব্যবসাকেন্দ্র ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে সেখানকার জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জমির মালিক কোনো বাড়ি পরিশ্রম ও বিনিয়োগ ছাড়াই যে অতিরিক্ত আয় করেন তাই হলো অনুপার্জিত আয়। চিত্রে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রে OX ভূমি অক্ষে জমির যোগান ও OY লম্ব অক্ষে তার খাজনা বা দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে SS' হলো জমির স্থির যোগান রেখা ও DD' ও D₁D হলো জমির প্রাথমিক ও পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। চিত্রে DD' রেখা SS' রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করায় প্রাথমিকভাবে জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে OP₂। এখন দ্রুত নগরায়ণের ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির চাহিদা DD' উপরে স্থানান্তরিত হয়ে D₁D' রেখায় পরিণত হয়। এ রেখা SS' রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করায় জমির নতুন দাম নির্ধারিত হয় OP₁। এক্ষেত্রে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় P₂P₁BA পরিমাণ। উদ্দীপকের আলোকে চিত্রে P₂P₁BA পরিমাণ হলো অনুপার্জিত আয়।

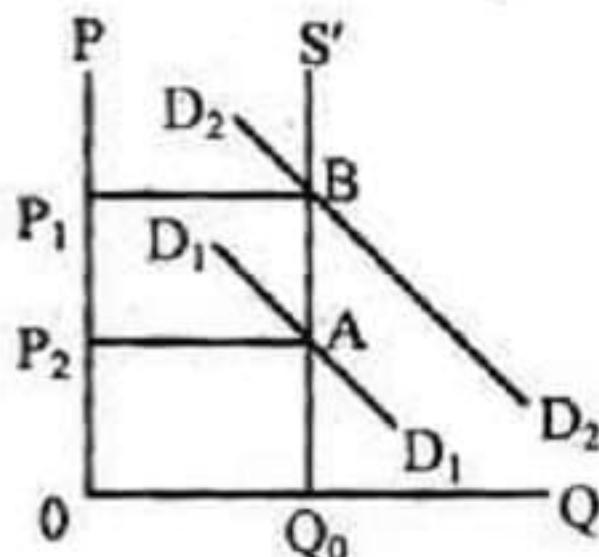
ঘ জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আরও যেসব কারণে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

কোনো এলাকায় দ্রুত নগরায়ণের ফলে সেখানকার জমির দাম হঠাৎ বাড়লে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- ঢাকার অদূরে বসন্তখন্ড মডেল, উত্তরা, নিকুঞ্জ গড়ে ওঠার ফলে আশে পাশের এলাকায় জমির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার উত্তৰ হয়েছে। জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উত্তৰ হয়। জমির অবস্থানগত গুরুত্ব ও তারতম্যের কারণে খাজনার উত্তৰ হয়। কোনো জমি শহর কিংবা বাজার অথবা লোকালয়ের নিকটবর্তী হলে জমি ব্যবহারকারীদের নিকট এর চাহিদা বেশি থাকে। ফলে এসব জমিতে খাজনার উত্তৰ ঘটে।

ক্রমত্বসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধিটি জমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় বলে খাজনা হয়। একই পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত একই হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমশ কমতে থাকে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ক্রমত্বসমান হারে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জমিতে ক্রমাগত একই হারে উপকরণ নিয়োগ করলে প্রাণিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়।

সুতরাং জমির চাহিদা ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে খাজনার উত্তব ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



/ন্যাশনাল ইনসিডিয়াল কলেজ, বিলগাঁও, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮।

- ক. মোট খাজনা কাকে বলে? ১
- খ. খাজনা কেন দেয়া হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. খাজনা বৃদ্ধি ছাড়াও আর কী কী কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জমি ব্যবহারকারী কর্তৃক জমির মালিককে চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত মোট অর্থকে মোট খাজনা বা চুক্তিবন্ধ খাজনা বলে।

খ খাজনা দেওয়ার প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবন্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান সীমাবন্ধ হওয়ায় জমির পরিমাণ বাড়ানো যাচ্ছে না। তাছাড়া, জমির উর্বরতা পার্থক্যের কারণে খাজনার উত্তব হয়। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা ও বেশি হয়। আবার জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনার উত্তব ঘটে। মূলত এসব কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্র থেকে অনুপার্জিত আয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো শহর বা এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্যবসাকেন্দ্র ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির ফলে সেখানকার জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সেখানকার জমির মালিক কোনো বাড়তি পরিশ্রম ও বিনিয়োগ ছাড়াই যে অতিরিক্ত আয় করেন তাই হলো অনুপার্জিত আয়। উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে (OX) ভূমি অক্ষে জমির যোগান ও (OY) লম্ব অক্ষে তার খাজনা বা দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে $S'Q_0$ হলো জমির স্থিত যোগান রেখা ও D_1D_1' ও D_2D_2' হলো যথাক্রমে জমির প্রাথমিক ও পরিবর্তিত চাহিদা রেখা। চিত্রে D_1D_1' রেখা SQ_0 রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করায় প্রাথমিকভাবে জমির দাম নির্ধারিত হয়েছে OP_1 । এখন দ্রুত নগরায়ণের ফলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির চাহিদা রেখা D_1D_1' উপরে ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে D_2D_2' রেখায় পরিণত হয়। এ রেখা SQ_0 রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করায় জমির নতুন দাম নির্ধারিত হয় OP_2 । এক্ষেত্রে জমির মালিকের অনুপার্জিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় P_2ABP_1 ক্ষেত্রের সমান।

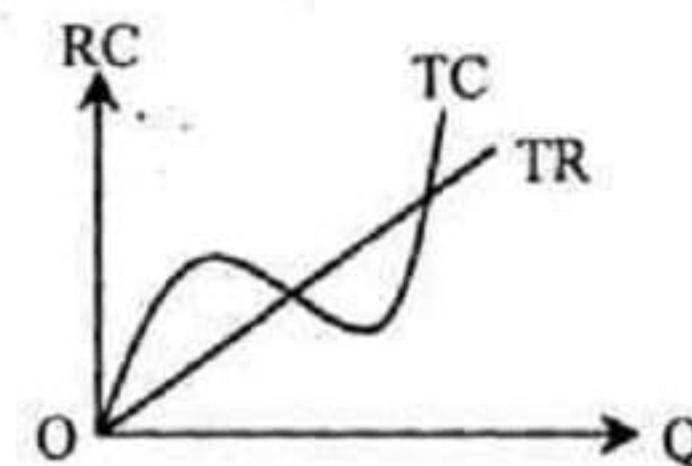
ঘ জমির চাহিদা বৃদ্ধি ছাড়াও আর যেসব কারণে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো:

কোনো এলাকায় দ্রুত নগরায়ণের ফলে সেখানকার জমির দাম হ্রাস বাড়লে খাজনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— ঢাকার অন্দরে বসন্তরা মডেল, ডালাস সিটি, উত্তরা, নিকুঞ্জ গড়ে ওঠার ফলে আশ-পাশের জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় খাজনার উত্তব ঘটেছে।

জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্যের কারণে খাজনার উত্তব হয় এবং তবে এর তারতম্যও ঘটে। অর্থাৎ অধিক উর্বর জমি হতে বেশি পরিমাণ খাজনা এবং কম উর্বর জমি হতে কম পরিমাণ খাজনার সৃষ্টি করে। জমির অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে খাজনার উত্তব হয় এবং এর তারতম্যও ঘটে। কোনো জমি শহর কিংবা বাজার অথবা লোকালয়ের নিকটবর্তী হলে জমি ব্যবহারকারীদের নিকট তার চাহিদা বেশি থাকে। ফলে এসব জমিতে খাজনার উত্তব ঘটে।

ক্রমত্বসমান প্রাণিক উৎপাদন বিধিটি জমির ক্ষেত্রে কার্যকর হয় বলে খাজনা দিতে হয়। একই পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত একই হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমশ কমতে থাকে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ক্রমত্বসমান হারে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জমিতে ক্রমাগত একই হারে উপকরণ নিয়োগ করলে প্রাণিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায় এবং একপর্যায়ে প্রাণিক ব্যয় ও প্রাণিক আয় সমান হয়। তখন শ্রম ও মূলধনের প্রাণিক-উর্ধ্ব এককের উৎপাদন এবং প্রাণিক এককের উৎপাদনের পার্থক্য খাজনা হিসেবে দেওয়া হয়। সুতরাং জমির চাহিদা ছাড়াও বিভিন্ন কারণে খাজনার উত্তব হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২০



/ঢাকা ক্যার্স কলেজ। প্রশ্ন নং ৯।

- ক. খাজনা কাকে বলে? ১
- খ. অনুপার্জিত আয় কী? ২
- গ. উদ্দীপকটি খাজনার কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সাহায্যে খাজনা নির্ধারণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমাবন্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপাদানসমূহ তাদের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।

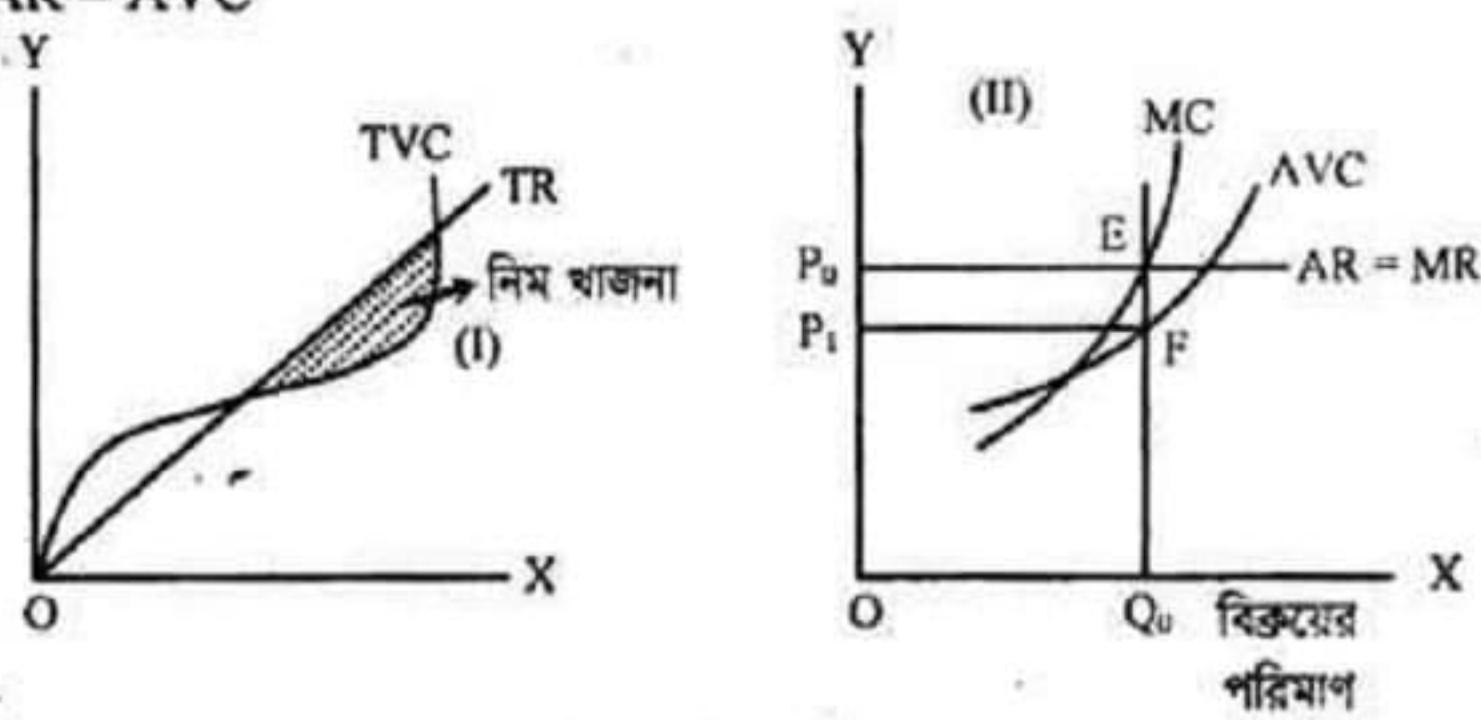
খ জমির মালিক অনেক সময় কোনো বাড়তি খরচ বা পরিশ্রম ছাড়াই অতিরিক্ত আয় ভোগ করে থাকে। যেমন— শহরাঙ্গলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এবং এলাকার রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি হলে সেখানকার জমির দাম হ্রাস বহুগুণ বেড়ে যায়। বস্তুত, জমির মালিকের নিজস্ব কোনো বিনিয়োগ বা পরিশ্রম ছাড়াই জমির এরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অথবা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজই মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণ। এভাবে জমির মালিকগণ বিনা খরচে বা বিনা পরিশ্রমে যে অতিরিক্ত আয় ভোগ করে তাকে অনুপার্জিত আয় (Unearned Income) বলা হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে নিম্ন খাজনার ধারণাটি প্রকাশিত হয়েছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো।

মনুষ্য নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বল্পকালে মোট উৎপাদন হতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক যে আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনীতিতে নিম্ন খাজনা বা উপ-খাজনা বলা হয়। অর্থাৎ নিম্ন খাজনা স্বল্পকালের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এবং তা এমন আয়কে নির্দেশ করে, যা কেবল স্থিত উপকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ করা যায়, OQ (ভূমি) অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে আয় (R) ও ব্যয় (C) দেখানো হয়েছে। আরো লক্ষ করা যায়, TR ও TVC-এর মধ্যবর্তী ব্যবধান দেখানো হয়েছে। যেখানে TR ও TVC হলো যথাক্রমে মোট আয় রেখা ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রটি নিম্ন খাজনার সাথে সম্পর্কিত।

গ) উদ্বীপকে উল্লিখিত চিত্রের সাহায্যে নিচে নিম্ন খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।
সাধারণত মোট আয় (TR) থেকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) বাদ দিলে নিম্ন খাজনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিম্ন খাজনা = $TR - TVC$, = $AR - AVC$



চিত্র : নিম্ন খাজনা

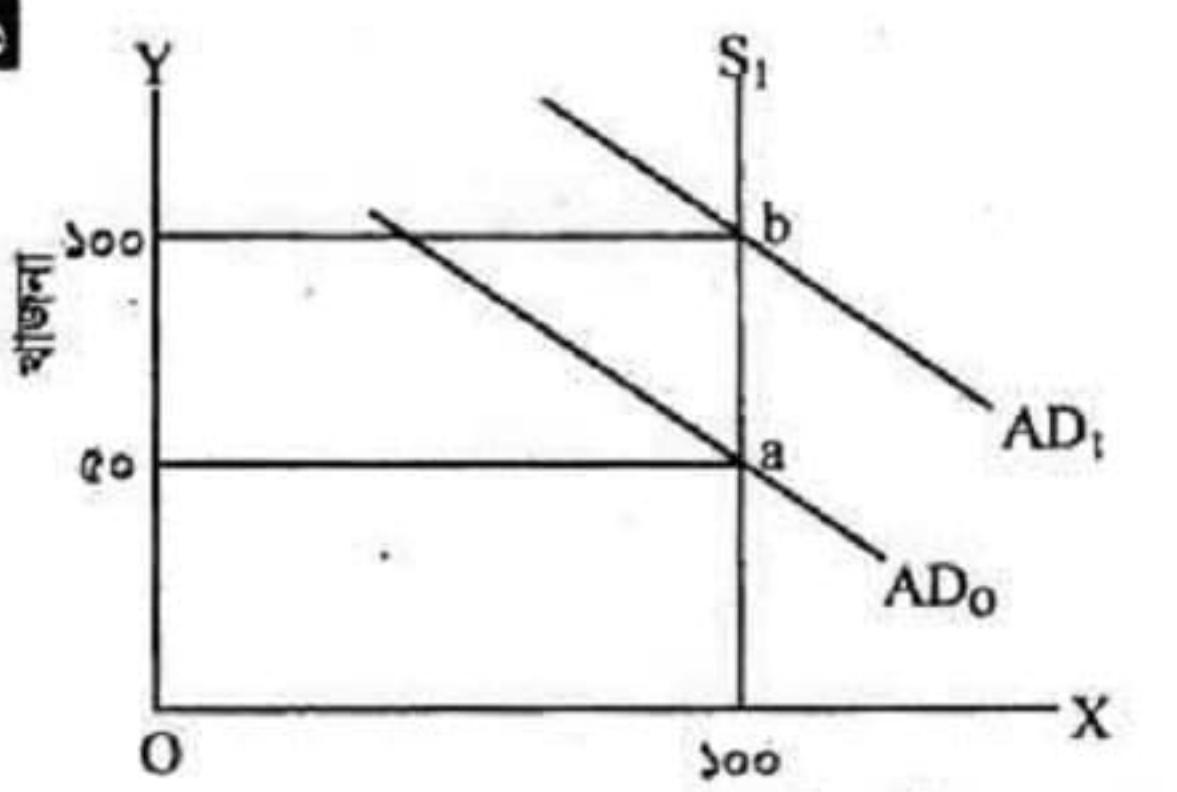
মোট আয় (TR)-কে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় আয় (AR) পাওয়া যায়। যা II নং চিত্রে $AR = MR = P$ রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে। আবার, মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে Q দ্বারা ভাগ করলে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) পাওয়া যায়। | নং চিত্রে ☐ চিহ্নিত

অংশে $TR > TVC$ হওয়ায় তা নিম্ন খাজনাকে নির্দেশ করে। আবার, II নং চিত্রে OQ_0 উৎপাদনে বা বিক্রয়ের পরিমাণে $AR > AVC$ শর্ত পালিত হয়। এক্ষেত্রে নিম্ন খাজনার পরিমাণ হলো ($AR - AVC$) = $EQ_0 - FQ_0$ = EF (গড় আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে) আর মোট আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে নিম্ন। খাজনা-

$$\begin{aligned} &= TR - TVC \\ &= OP_0 \times OQ_0 - OP_1 \times OQ_0 \\ &= OP_0 EQ_0 - OP_1 FQ_0 \\ &= P_0 P_1 FE \end{aligned}$$

সুতরাং খাজনার পরিমাণ $P_0 P_1 FE$ ।

প্রশ্ন ▶ ২১



জমির চাহিদা ও যোগান

- ক. নিম্ন খাজনা কী? ১
খ. অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে কেন খাজনা দেওয়া হয়? ২
গ. খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বের সাথে উদ্বীপকের তত্ত্বটি কী একই? বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) মানুষ নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা স্বল্পকালে মোট উৎপাদন হতে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের অধিক যে আয় পাওয়া যায়, তাকে অর্থনৈতিতে নিম্ন খাজনা বলে।

খ) যেসব কারণে খাজনার উভব হয়, তার মধ্যে জমির অবস্থানগত পার্থক্য অন্যতম। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, লোকবসতি আছে এমন বা শহরের কাছের জমিগুলোতে দূরের জমিগুলোর তুলনায় সহজেই যাতায়াত করা যায়। এ জন্য এসব জমিতে পরিচালিত কৃষিকাজ তত্ত্বাবধানের খরচ অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া এসব জমিতে কৃষি

উপকরণসমূহ নেয়া ও সেখান থেকে উৎপাদিত ফসল আনারও খরচ কম। এ জন্য এসব জমি দূরের জমিগুলোর তুলনায় উভূত আয় করে যা খাজনা হিসেবে দেয়া হয়। এ জন্য বলা হয় অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে খাজনা দেয়া হয়।

গ) উদ্বীপকের তথ্যের আলোকে খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।
সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট উৎপাদনের উপাদানসমূহ তাদের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে তাকেই অর্থনৈতির পরিভাষায় খাজনা বলে। উদ্বীপকে ভূমি অক্ষে (ox) জমির চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (oy) খাজনা পরিমাণ করা হয়েছে। জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় যোগান রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ জমির চাহিদার ওপর নির্ভর করবে। জমির প্রাথমিক চাহিদা যথন AD_0 তখন b বিন্দুতে খাজনার পরিমাণ হবে $(100 \times 50) = 5000$ টাকা। আবার যথন জমির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 হয় তখন b বিন্দুতে ভারসাম্য স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ হবে $(100 \times 100) = 10000$ টাকা। এভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে জমির খাজনাও বৃদ্ধি পায়।

ঘ) উদ্বীপকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত তত্ত্বটি হলো খাজনার আধুনিক তত্ত্ব। রিকার্ডের খাজনা তত্ত্ব আর এ খাজনা তত্ত্বটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

রিকার্ডের মতে, খাজনা হলো উৎপাদকের উভূত আয়। এটি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূমির উৎপাদন মূল্যের পার্থক্যের সমান। অন্যদিকে, খাজনার আধুনিক তত্ত্ব মতে, খাজনা হলো অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট যেকোনো উপাদান ব্যবহারের দাম। আবার, রিকার্ডের মতে, কেবল ভূমির ক্ষেত্রে খাজনার উভব হয়। কিন্তু খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, ভূমির অস্থিতিস্থাপক যোগানবিশিষ্ট যে কোনো উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার সৃষ্টি হতে পারে।

রিকার্ডে মনে করেন, ভূমির উর্বরতার তারতম্যের জন্য খাজনার পার্থক্য দেখা দেয়। নিকৃষ্ট ভূমি তথা অনুর্বর ভূমির তুলনায় উর্বর থেকে উর্বরতর ভূমিগুলো অধিক থেকে অধিকতর' ফসল দেয়। এ জন্য উর্বরতার্ভেদে খাজনায় পার্থক্য দেখা দেয়। খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, ভূমির চাহিদা বাড়লে খাজনা বাড়ে, চাহিদা কমলে খাজনা কমে। আবার, রিকার্ডের মতে, ভূমির অবস্থানগত পার্থক্যের জন্যও খাজনার সৃষ্টি হয়। শহরের কাছের ভূমি, দূরবর্তী ভূমিগুলোর তুলনায় কম খরচসম্পন্ন হওয়ায় অধিক ফসল দেয়। এ জন্য সেখানে খাজনা দিতে হয়। কিন্তু খাজনার আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী, উপাদানের যোগান কেবল অস্থিতিস্থাপক হলেই খাজনার সূত্রপাত ঘটে।
সুতরাং বলা যায়, রিকার্ডের খাজনা তত্ত্ব এবং খাজনার আধুনিক তত্ত্ব এক নয় বরং এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ২২ মি. সাবির বললেন যে, শুধু জমি নয়, যে সকল উপকরণের যোগান সীমিত সেসব উপকরণ হতেই খাজনা পাওয়া যায়। কিন্তু ক্লাসিক্যাল অর্থনৈতিবিদদের মতে, খাজনা কেবল ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সরকারি জাজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১।

- ক. নিম্ন খাজনা কী? ১
খ. খাজনা কেন দেয়া হয়? ২
গ. মি. সাবির খাজনা সংক্রান্ত কোন তত্ত্বটির কথা বলেছেন বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্বীপকের আলোকে মি. সাবিরের চিন্তার সাথে খাজনা সংক্রান্ত ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির তুলনা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) স্বল্পকালে মানুষের তৈরি কোনো উপকরণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ওই উপকরণটি তার ন্যূনতম যোগান দামের চেয়ে যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম্ন খাজনা বলে।

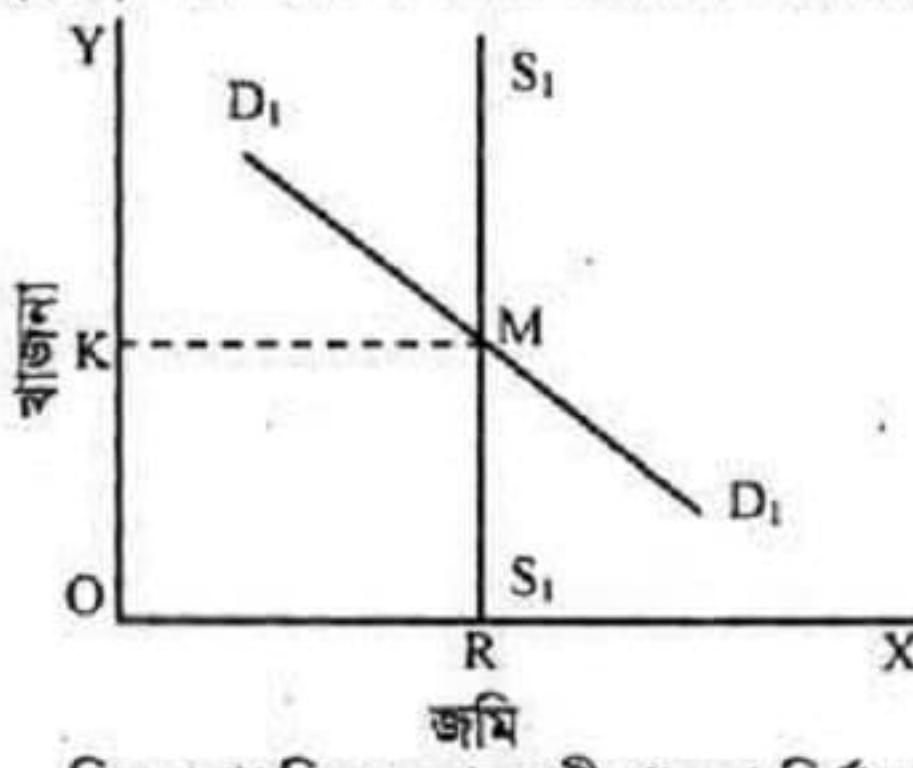
খ) জমির সীমাবদ্ধ যোগান ও উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজনা উৎপন্নির প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু জমির যোগান মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উত্তব ঘটে। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা বেশি।

গ উদ্দীপকে মি. সাবির খাজনা-সংক্রান্ত আধুনিক তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন বলে আমি মনে করি। নিচে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো—
তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে। নিচে খাজনার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হলো—
আধুনিক খাজনা তত্ত্বের মূলবস্তব্য অনুসারে, খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। জমির খাজনা শূন্য হলেও ভূমির যোগান সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এ অবস্থায় খাজনা ভূমির চাহিদার ওপর নির্ভরশীল হয়।

নিচে চিত্রের সাহায্যে খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হলো—
আধুনিক খাজনা তত্ত্বটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। রেখাচিত্রে
(OX) ভূমি অক্ষে জমি ও (OY) লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ পরিমাপ
করা হয়েছে। D_1D_1 Y
ও S_1S_1 হলো
যথাক্রমে জমির
চাহিদা ও যোগান
রেখা। চিত্রে D_1D_1
রেখা S_1S_1 রেখাকে
M বিন্দুতে ছেদ
করায় সেখানে খাজনা
নির্ধারিত হয়েছে OK
পরিমাণ।



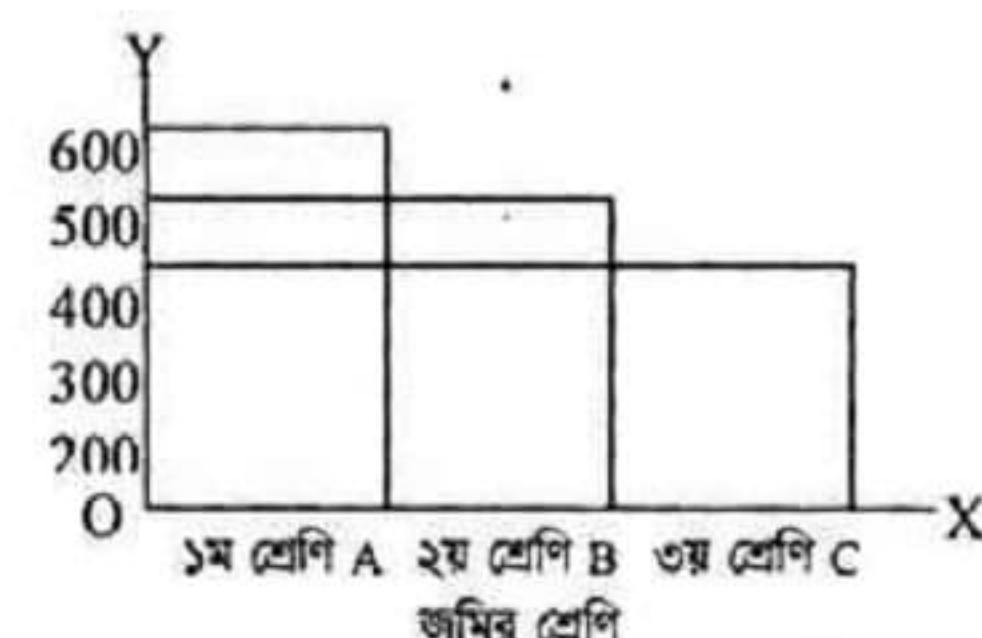
চিত্র: আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী খাজনা নির্ধারণ

উদ্দীপকে মি. সাবিরের ক্ষেত্রেও একই চিত্র ফুটে উঠেছে। জমির পরিমাণ স্থির এবং যে সকল উপকরণের যোগান সীমিত সেসব উপকরণ হতে যে খাজনা পাওয়া যায় তা আধুনিক খাজনা তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে মি. সাবির খাজনা-সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। যা খাজনার ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের থেকে ভিন্ন। নিচে খাজনা নির্ধারণে এই দুই প্রজন্মের অর্থনীতিবিদগণের ধারণার পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো—

১. ইংল্যান্ডের প্রথ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডে বলেন, 'খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সে অংশ যা জমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়।' অন্যদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা বলেন, 'খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, বরং সব উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।'
২. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'প্রথম উৎকৃষ্ট জমি ও পরে নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হয়।' অপরদিকে, আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, 'উর্বরতা দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও কোনো জমি যদি চাষাবাদের জন্য অধিক সুবিধাজনক হয় তাহলেও ওই জমি প্রথমে চাষ করা যেতে পারে।'
৩. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'খাজনা দামের অংশ নয়।' অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবিদের মতে, 'খাজনা বেশি হওয়ার কারণে দাম বৃদ্ধি পায়। কাজেই কোনো ক্ষেত্রে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয়।'
৪. ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, 'জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ জমির উর্বরতা সবসময় একই রকম থাকে।' অপরপক্ষে, আধুনিক অর্থনীতিবিদের মতে, 'ক্রমাগত চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরতা যেমনি হ্রাস পায়, তেমনি উন্নত চাষ পদ্ধতি, সার, সেচ প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।' অতএব বলা যায়, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে খাজনা নির্ধারণে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩



/বঙ্গ ক্যাস্টমেট পাবলিক সুলভ ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৬/

- ক. খাজনা কী?
- খ. খাজনা কেন দেওয়া হয়?
- গ. উদ্দীপকের চিত্রে খাজনা নির্ধারণের যে তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও।
- ঘ. উদ্দীপকের কোন শ্রেণির জমির খাজনা কত তা নির্ধারণ করে এবং ব্যাখ্যা করো।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সীমাবদ্ধ যোগানবিশিষ্ট উৎপাদনের উপাদানসমূহ তাদের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করে, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।

খ জমির সীমাবদ্ধ যোগান ও উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজনা উৎপত্তির প্রধান কারণ জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির চাহিদা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির যোগান মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ। তাই জমির খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উত্তব ঘটে। জমির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, কোনো জমি বেশি উর্বর আবার কোনো জমি কম উর্বর। অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর জমির খাজনা বেশি।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাচিত্রটি, খাজনা নির্ধারণে রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে।

রিকার্ডের মতে, যে জমিতে উৎপাদিত ফসলের দাম এবং উৎপাদন ব্যয় সমান হয় তাকে প্রাতিক বা খাজনাবিহীন জমি বলে। প্রাতিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে যে অতিরিক্ত বা উত্তৃত ফসল উৎপন্ন হয় তার মূল্যই হলো খাজনা। তাই খাজনা হচ্ছে প্রক্রতপক্ষে উৎপাদকের উত্তৃত বা পার্থক্যজনিত লাভ।

চিত্রে OA, AB ও BC-কে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জমি হিসেবে ধরা হলো। তিনি শ্রেণির জমিতে উৎপাদন ব্যয় সমান যা চিত্র অনুযায়ী ধরা যাক ৪০০ টাকা। এক্ষেত্রে

প্রথম শ্রেণির জমির খাজনা = $(600 - 400) = 200$ টাকা।

দ্বিতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = $(500 - 400) = 100$ টাকা।

তৃতীয় শ্রেণির জমির খাজনা = $(400 - 400) = 0$ টাকা।

এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শ্রেণির জমিতে যে পরিমাণ উত্তৃত সৃষ্টি হয় তাই হলো তেই সব জমির খাজনা। ৩য় শ্রেণির জমিতে কোনো উত্তৃত না থাকায় এ জমির কোনো খাজনা নেই; এটি প্রাতিক বা খাজনাবিহীন জমি।

ঘ উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রের মাধ্যমে রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে।

রিকার্ডের মতে, খাজনা হলো উৎপাদকের উত্তৃত বা জমি থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে পাওয়া যায়। চিত্রে ১ম শ্রেণির খাজনার পরিমাণ ২০০ টাকা, ২য় শ্রেণির খাজনার পরিমাণ ১০০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণি অর্থাৎ প্রাতিক জমির খাজনার পরিমাণ হলো ০ (শূন্য) টাকা। প্রাপ্ত এ খাজনা চিত্রে নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে:

উদ্দীপকের প্রদত্ত চিত্রে রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বটি প্রকাশের জন্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সকল চাষযোগ্য জমি সমতায়তন বিশিষ্ট হলো উর্বরতার দিক থেকে ভিন্ন। এ হিসেবে অধিক উর্বর জমি OA কে ১ম শ্রেণির জমি, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমি AB কে ২য় শ্রেণির জমি এবং ৩য় শ্রেণির জমি BC কে প্রাতিক জমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সকল জমিতে চাষের খরচ